ধর্ম্মসূত্র

রাধাতত্ত্ব ও রাসলীলা

(বক্তৃতা)

গোস্বামী শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,

প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।
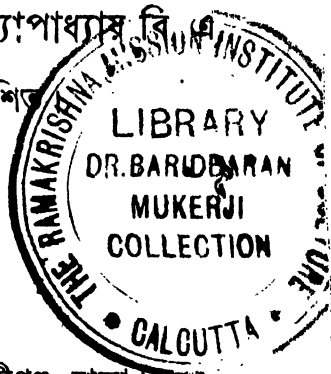
প্রাপ্তিস্থান—পঞ্চসার, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।

১৩২২।

মূল্য ছয় আনা।

নিবেদন।

পূর্ব্বাঞ্চলে শিষ্যমণ্ডলে পরিভ্রমণকালে, নানাস্থানে যে বক্তৃতা দান করিয়াছি, তাহার এক অংশ "তত্ত্ববাদ" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। অপর অংশ "রাধাতত্ত্ব ও রাসলীলা" নামে এই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

"রাধাতত্ত্ব ও রাসলীলা" হিন্দুর দেবতত্ত্বে প্রবেশের সূত্রস্বরূপ। বৈষ্ণবের দেবতা রাধার নাম সংযোগে এই পুস্তকের নামাঙ্কন হইয়া থাকিলেও, বস্তুতঃ ইহা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে হিন্দু সাধারণের জন্য অভিপ্রেত। তত্ত্বপিপাসু মহোদয়গণ এই পুস্তক পাঠে আনন্দ লাভ করিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পঞ্চসার
১৩২২

ধর্ম্মসূত্র ।
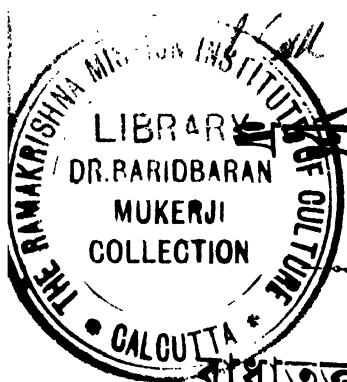
রাধাতত্ত্ব ও রাসলীলা

(বক্তৃতা)

অদ্যকার আলোচ্য বিষয়, "রাধাতত্ত্ব ও রাসলীলা।" আপনারা হয়ত বিষয়ের নাম শ্রবণেই মনে করিতেছেন, ইহা হিন্দু সাধারণের আলোচনীয় নহে ; বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আলোচ্য একটী বিশেষ বিষয়মাত্র। বস্তুতঃ বিষয়টী সার্ব্বভৌম ও সার্ব্বজনীন। কেহ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার নেত্রে ইহার উপর দৃষ্টিপাত করিবেন না। তবে ইহার গুরুত্ব ও মাধুর্য্য, কিছুই উপলব্ধ হইবে না।

আপনারা দয়া করিয়া বক্তৃতাটী আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবেন। তবে আলোচ্য বিষয়ের সার্ব্বজনীনতা ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন। আপনাদের কৌতূহল উদ্দীপন নিমিত্ত, আরম্ভেই বক্তৃতার মুলতত্ত্বের আভাষ দান করিলাম।

জগত, সচ্চিদানন্দ। কৃষ্ণ সৎ; রাধা চিৎ; রাসলীলা, সচ্চিতের বিলাসে উদ্দাম আনন্দধারা। কৃষ্ণ, রাধা, রাস, তিনে সচ্চিদানন্দ। এই ত্রিত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব; এই ত্রিত্ব জগতের মূলতত্ত্ব। জগত, এই ত্রিত্বের প্রতিচ্ছায়া। বক্তৃতার ক্রমিক বিকাশে ইহা প্রত্যক্ষ গোচর হইবে। *

জগত, সচ্চিদানন্দ। জগত কথাটা কি? লৌকিক ভাষায়, জগত বলিতে পরিদৃশ্যমান জগত; জীব জগত, জড় জগত। লোকলোচনের অন্তরাল কোনও জগত, ইহার অন্তর্গত নহে। তত্ত্বের

* শৈব ও শাক্তগণ, ইচ্ছা করিলে, কৃষ্ণ, রাধা রাস স্থলে শিব, শক্তি, বিলাস অধ্যাহার করিয়া, নিজ সাম্প্রদায়িক ভাবে তত্ত্বটী বুঝিয়া লইতে পারেন।

ভাষায় অন্যরূপ। তত্ত্বের হিসাবে জগত দুই; সূক্ষ্ম ও স্থূল। সূক্ষ্ম মূল, আদিতত্ত্ব; স্থূল তাহার অভিব্যক্তি। এসম্বন্ধে "ধর্ম্মসূত্র তত্ত্ববাদ" নামক বক্তৃতায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

"স্থূল জগত যেন একটা প্রকাণ্ড ইমারত। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ইহার ভিত্তি লুক্কায়িত। এই ভিত্তির নাম সূক্ষ্ম জগত। সূক্ষ্ম জগতরূপ ভিত্তির উপর স্থূল জগত প্রতিষ্ঠিত। স্থূল জগত, লৌকিক জগত, ব্যবহারিক জগত; সূক্ষ্ম জগত, তাত্ত্বিক জগত, পারমার্থিক জগত। * * * লৌকিক জগত দেহ, তত্ত্বের জগত প্রাণ। তত্ত্বের তেজে লৌকিক সঞ্জীবিত, তত্ত্বের সৌন্দর্য্যে সুশোভিত, তত্ত্বের আনন্দ রসে প্রমোদিত। লৌকিক জগত তাত্ত্বিকে প্রতিষ্ঠিত।"

তবে, জগত দুই; সূক্ষ্ম ও স্থূল। সূক্ষ্ম আন্তর, স্থূল বাহ্য; সূক্ষ্ম মূল; স্থূল প্রকাশ; সূক্ষ্ম ভিত্তি, স্থূল তদুপরি প্রতিষ্ঠিত অট্টালিকা। সূক্ষ্ম প্রাণ,

স্থূল দেহ। আবার, সূক্ষ্ম ও স্থূল, এই বিভেদ লৌকিক জ্ঞান-সম্ভূত। পারমার্থিক হিসাবে, যাহা স্থূল, তাহাও সূক্ষ্ম। একমাত্র সূক্ষ্ম।

"সর্ব্বঞ্চ খল্বিদং ব্রহ্ম," ইহা হিন্দুর মূল সূত্র। হিন্দুর তাবত বিশ্বাসের ভিত্তি; হিন্দুর চিন্তা-রাজ্যের সঞ্জীবনী শক্তি। হিন্দুর যাহা কিছু তত্ত্ব সম্পদ্, যাহা কিছু গৌরব, এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; এই জ্ঞানের মহাতেজে অনুপ্রাণিত। ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব; হিন্দুর হিন্দুত্ব।

ব্রহ্ম সূক্ষ্ম, চৈতন্যস্বরূপ। সুতরাং জগত সূক্ষ্ম, চেতন। যাহা স্থূল, তাহাও মূলতঃ সূক্ষ্ম; যাহা জড়, তাহাও অন্তরে চেতন। সকলি সূক্ষ্ম; সকলি চেতন। চৈতন্যের স্পন্দনভেদে নাম ভেদ। কেহ সূক্ষ্ম, কেহ স্থূল; কেহ জীব, কেহ জড়। মূলে সকলি ব্রহ্ম; সকলি সূক্ষ্ম; সকলি চেতন।

বক্তৃতার সুবিধার জন্য, সূক্ষ্ম জগত, স্থূল জগত, প্রত্যেককে দুই ভাগে বিভক্ত করিব। সূক্ষ্ম জগত, ব্রহ্ম জগত ও দেব জগত; স্থূল জগত, জীব জগত ও

জড় জগত। তবে হইল, জগত চারিটী। ব্রহ্ম জগত, দেব জগত, জীব জগত, জড় জগত।

"ব্রহ্মজগত" কথাটী শুনিয়া কেহ হয়ত হাসিয়া উঠিবেন। বলিবেন, ইহা "বন্ধ্যাপুত্র"বৎ অসম্ভব। "তত্ত্ববাদে" বলিয়াছি "স্থৈর্য্যে ব্রহ্ম, চাঞ্চল্যে জগত।" "ব্রহ্মজগত," একাধারে স্থিরচঞ্চল, কিরূপে সম্ভব? দেবজগত, জীবজগত, জড়জগত, সকলি চৈতন্যের স্পন্দন; স্পন্দনের চাঞ্চল্যে সমুদ্ভূত। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ; চাঞ্চল্য বিরহিত; স্থির। "ব্রহ্মজগত" কথার কিরূপে সঙ্গতি?

আপত্তি স্বীকার্য্য। তথাপি বক্তৃতার সুবিধার জন্য, কথাটী ব্যবহার করিতে বাধ্য। জগতের ধর্ম্ম, ব্যাপকতা; দৈশিক ও সাময়িক ব্যাপকতা। দেব, জীব, জড় জগতে খণ্ড ব্যাপকতা। ব্রহ্মে ব্যাপকতার পূর্ণতা। যাহা ব্যাপক, তাহা জগত। এই অর্থে ব্রহ্ম, জগত।

ব্রহ্ম, দেব, জীব, জড়, চারিটী জগত। চৈতন্যের স্পন্দনভেদে, নাম ভেদ। স্পন্দনের

মাত্রাভেদে, পারম্পরিক উপস্থান। মূলে ব্রহ্ম ; তদুপরি দেব ; তদুপরি জীব ; তদুপরি জড়। এই আপেক্ষিক উপস্থান বিশদরূপে বোধগম্য করিবার জন্য একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব।

একটী সমুদ্র। দিগন্তবিসারী, অতলস্পর্শ। অতিমাত্র সংক্ষুব্ধ। সলিলরাশি আলোড়িত, বিলোড়িত, আবর্ত্তিত, বিচলিত। উত্তাল তরঙ্গকুল ; অবিরত উত্থিত, পতিত। আবার এই বিশাল তরঙ্গরাজির পৃষ্ঠদেশে ক্ষুদ্রকায় বীচিমালা আপন আপন হিল্লোললীলায় নিযুক্ত। স্রোতের আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন, সরলগতি, বক্রধাবন। ফেনরাশি উদ্ভূত, তিরোহিত ; পুনরুদ্ভূত, পুনর্লুপ্ত।

আপনারা কল্পনাবলে একবার এই সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ হইতে ক্রমনিমজ্জনে অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন। পৃষ্ঠদেশে সংক্ষোভ পূর্ণবেগে বিরাজমান। যত অভ্যন্তরে নিমজ্জন, তত সংক্ষোভের প্রাবল্য হ্রাস। যত সংক্ষোভের প্রাবল্য হ্রাস, তত অক্ষোভের ক্রমসঞ্চার। পরিণামে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে

সংক্ষোভ তিরোহিত ; অক্ষোভ বিরাজিত। সংক্ষো-ভের সম্যগভাব ; অক্ষোভের পূর্ণ আবির্ভাব। আবার ইহার বহির্দ্দেশেই, অক্ষোভ ক্রটিত ; সংক্ষোভ প্রবর্ত্তিত। ক্রমিক প্রবর্ত্তন ; সীমারেখা অনির্দ্দেশ্য। অক্ষোভের ক্রমিক তিরোধানে, সংক্ষোভের অনু-ভূতি ; সংক্ষোভের ক্রমিক লোপে, অক্ষোভে পরিণতি।

বুঝিয়া লউন, অক্ষুব্ধ অন্তরতম প্রদেশ, ব্রহ্ম ; অভ্যন্তরে, সংক্ষোভের মৃদুমন্দ সঞ্চারে, দেববৃন্দ ; পৃষ্ঠদেশে পূর্ণ সংক্ষোভে জীব ও জড়।*

জীবজগতে, জড়জগতে, সংক্ষোভের অবাধ বিলাস। দেবজগতে, ব্রহ্মজগতে, সংক্ষোভ সংযত ; অক্ষোভ প্রবর্ত্তিত। ব্রহ্মস্বরূপে, পূর্ণ অক্ষোভ বিরাজিত। জড়জগত, জীবজগত, দেবজগত, সকলি ব্রহ্মের সংক্ষোভ বিলাস ; সকলি মূলতত্ত্ব

---

* অক্ষোভ চৈতন্যের স্পন্দনাভাব, স্থৈর্য্য, ঘনতা ; সংক্ষোভ—চৈতন্যের স্পন্দন, চাঞ্চল্য, বিরলতা।

ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত। কেবল সংক্ষোভ ক্রমের শ্রেণীভেদে নামভেদ কল্পিত। অক্ষুব্ধ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম; মৃদু সংক্ষুব্ধ ব্রহ্ম, দেবতা; একান্ত সংক্ষুব্ধ ব্রহ্ম, জীব ও জড়। একমাত্র ব্রহ্মই মূলতত্ত্ব। দেবতা, জীব, জড়, সকলি সংক্ষোভ ক্রমে আদিতত্ত্ব ব্রহ্ম হইতে সঞ্জাত।

এস্থলে সংক্ষোভক্রমের একটীমাত্র দিক্ দর্শান হইল। ইহার বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। যাহারা ব্রহ্ম সংক্ষোভের অন্যান্য দিক্ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা "তত্ত্ববাদ" পাঠ করিলে কতকগুলি ভাব পাইতে পারিবেন। আলোচনায় পূর্ণতা পরিরক্ষার জন্য, সংক্ষোভ ক্রমের কতিপয় সূত্র, এস্থলে উল্লেখ করা হইল।

অক্ষোভে ব্রহ্ম, নিরুপাধি সত্তা; সদ্ধর্ম্মী, সত্ত্বময়, জ্ঞানময়।* সংক্ষোভ সূচনায়, সংক্ষোভের

---

* সৎ, সত্ত্ব, জ্ঞান বিভিন্নতত্ত্ব নহে; মূলতত্ত্ব মতের বিভিন্ন দিক্ মাত্র।

মৃদুমন্দ সঞ্চারে, ব্রহ্ম সৎস্থলে সচ্চিদানন্দ; সত্ত্বময়স্থলে, সত্ব রজ স্তমোময়; জ্ঞানময় স্থলে, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তিময়।* সংক্ষোভের এই গ্রামে দেববৃন্দের উদ্ভব। সংক্ষোভের আরও প্রবল গ্রামে, সচ্চিদানন্দ স্থলে চিত্তের প্রাবল্য; সত্বরজস্তমঃ

---

* লৌকিক ভাষায় "ভক্তি" বলিতে, শরণ্যের প্রতি শরণাগতের অনুরাগ। এই শব্দের তাত্ত্বিক অর্থ "রস" "আনন্দ," "হৃদয়ের আর্দ্রতা।" হৃদয়ের আর্দ্রতা হইতে গৌণ এক অর্থ, "হৃদয়ের প্রবণতা।" এই প্রবণতা আবার দ্বিবিধ; শরণ্যের প্রতি শরণাগতের এবং শরণাগতের প্রতি শরণ্যের। তত্ত্বের হিসাবে এই উভয় বিধ প্রবণতা, ভক্তি শব্দ বাচ্য। এই বক্তৃতায় অনেক স্থলে, ভক্তি শব্দ, উহার তাত্ত্বিক অর্থ "আনন্দ" বুঝাইতে, ব্যবহার হইবে। কারণ "আনন্দ" যেমন "সচ্চিদানন্দ" এই পদ সমুচ্চয়ে "সচ্চিতে"র অনুবর্ত্তনে নির্দ্দিষ্ট, "ভক্তি" তেমন "জ্ঞানকর্ম্ম-ভক্তি" সমাহারে "জ্ঞানকর্ম্মে"র পরবর্ত্তী পদে ব্যবহৃত। সচ্চিদানন্দের প্রতিরূপ জ্ঞানকর্ম্মভক্তি। আনন্দের প্রতিরূপ ভক্তি। "ভক্তি" শব্দ "আনন্দ"বোধক।

স্থলে রজোগুণের বিবৃদ্ধি; জ্ঞানকর্ম্মভক্তি স্থলে কর্ম্মের বাহুল্য। চিৎ প্রাবল্যে, রজোবিলাসে, কর্ম্মবাহুল্যে, জীব ও জড়। বিবর্ত্ত ক্রমের এক পন্থায় জীব; অপর পন্থায় জড়।

অক্ষোভ ও সংক্ষোভ দুইটী কথা। ইহাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক। "তত্ত্ববাদে" বলিয়াছি, "সৃষ্টির ইচ্ছা সংক্ষোভ; সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বারূপ্যাবস্থা অক্ষোভ।" সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা যদি স্বারূপ্যাবস্থা, তবে সৃষ্টাবস্থা অবশ্য বৈরূপ্যাবস্থা। ইহা সত্য; এবং একটী বিশাল সত্য। সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা স্বারূপ্য; সৃষ্টাবস্থা বৈরূপ্য। স্বারূপ্য, অক্ষোভ; বৈরূপ্য, সংক্ষোভ। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম; সৃষ্টাবস্থায় ব্রহ্ম, দেব জীব জড়।*

---

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জগত চারিটী; ব্রহ্ম, দেব, জীব, জড়। তন্মধ্যে ব্রহ্মজগত স্বীকার কেবল বক্তৃতার অনুরোধে। তবে জগত তিনটী; দেব, জীব, জড়। লৌকিক ভাষায় জগত বলিতে পরিদৃশ্যমান জগত; জীব জগত, জড় জগত। দেব জগত ইহার বহির্ভূত।

ভাল, সৃষ্টি বিষয়টা কি? লৌকিক জগতে দেখি, দুইটী কারণের সমবায়ে সৃষ্টি। একটী উপাদান; একটী নিমিত্ত। ঘট গঠন; উপাদান মৃত্তিকা, নিমিত্ত কুম্ভকার। কুণ্ডল নির্ম্মাণ; উপাদান সুবর্ণ, নিমিত্ত স্বর্ণকার। জগত সৃষ্টি ইহার অনুযায়ী নহে। এই সৃষ্টিতে উপাদান ও নিমিত্ত অভিন্ন। যিনি উপাদান, তিনি নিমিত্ত; যিনি নিমিত্ত, তিনি উপাদান। আদিতে, সৃষ্টির পূর্ব্বে, একমাত্র ব্রহ্ম। তিনিই সৃষ্টির নিমিত্ত; তিনিই সৃষ্টির উপাদান। স্বয়ং ব্রহ্ম জগত রূপে প্রকট; দেব, জীব, জড় রূপে প্রকট। ব্রহ্মের প্রকটতা সৃষ্টি।

তত্ত্বালোচনায় দেবজগত, জীবজগত, জড়জগত, সকলি এক ভূমিকায় অবস্থিত; সকলি ব্রহ্ম হইতে প্রসূত; ব্রহ্মের সংক্ষোভে উদ্ভূত। এই বক্তৃতায় অনেক স্থলে জগত বলিতে, দেব, জীব, জড়, এই ত্রিজগত বুঝিতে হইবে; কোন স্থলে বা জীব, জড়, এই জগতদ্বয় বুঝাইবে। স্থল বিবেচনায় অভিপ্রায় বুঝিয়া অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে।

ব্রহ্মের প্রকটতা সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম অপ্রকট। থাকিয়াও নাই; আবার না হইয়াও বিদ্যমান। কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বিভেদে অস্তিত্ব; অভেদে নাস্তিত্ব। ইহা দর্শনের একটী সূত্র। জগতে দেখি, শ্বেত, লোহিত, নীল, পাটল, বহু বিভিন্ন রঙ্গ বিদ্যমান। এই বহুত্বে, এই বিভেদে, শ্বেতাদি রঙ্গের পরিজ্ঞান; বর্ণ নামে একটা জিনিষের অনুভূতি। ভাবুন, জগতে লোহিত, নীল, পাটলাদি রঙ্গের অস্তিত্ব নাই। একমাত্র শ্বেত। নয়ন নিমীলনে বা নিশাগমে, অন্ধকার অনাগত; রজতশুভ্র সলিলে বিশ্বসংসার নিয়ত পরিস্নাত। এখানে লোহিতাদি রঙ্গের অস্তিত্বাভাব। বিভেদের লোপ; অভেদের আবির্ভাব। বিভেদের বিলোপে, অভেদের আবির্ভাবে, শ্বেতের অননুভব। বর্ণের অস্তিত্ব লোপ।

আবার এই শুভ্রস্নাত বিশ্বে লোহিতের আবির্ভাব কল্পনা করুন। দুইটী রঙ্গ; শ্বেত, লোহিত।

অভেদের অন্তর্দ্ধান ; বিভেদের আবির্ভাব। লোহিতের বিভেদে, শ্বেতের অস্তিত্ব ; শ্বেতের বিভেদে, লোহিতের অনুভূতি। বর্ণের অস্তিত্ব সঞ্চার।

তবে অভেদে নাস্তিত্ব ; বিভেদে অস্তিত্ব। অভেদে অপ্রকট ; বিভেদে প্রকট। সৃষ্টির পূর্ব্বে পূর্ণ অক্ষোভ ; পূর্ণ অভেদ। এক মাত্র ব্রহ্ম ; দ্বিতীয়ো নাস্তি। ব্রহ্ম অপ্রকট। থাকিয়াও নাই ; আবার না হইয়াও বিদ্যমান। সংক্ষোভ আসিল ; সৃষ্টি হইল ; বিভেদের অনন্ত স্রোত ছুটিল। দেবজগত, জীবজগত, জড়জগত ফুটিল ; ব্রহ্ম প্রকট। একমাত্র ব্রহ্ম স্থলে, ব্রহ্ম, দেব, জীব, জড়। পরস্পর পরস্পরের বিভেদে প্রকাশমান, স্ব স্ব তেজোবিকাশে শোভমান।

দেখিলেন, ব্রহ্মের প্রকটতায় সৃষ্টি ; সৃষ্টিতে ব্রহ্মের প্রকটতা। প্রকটতার একগ্রামে দেবতা ; অপরগ্রামে জীব ও জড়। সংক্ষুব্ধ প্রকটীভূত ব্রহ্ম, দেবতা ; সংক্ষুব্ধ প্রকটীভূত ব্রহ্ম, জীব ও জড়। সংক্ষোভের মাত্রাভেদ, এই মাত্র বৈষম্য।

সংক্ষুব্ধ প্রকটীভূত ব্রহ্ম, দেবতা। দেবতা ব্রহ্মময়; ব্রহ্ম দেবরূপ। আমরা এই ভূমিকায় আরূঢ় হইয়া একবার হিন্দুর দেব জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

হিন্দুর দেবতা, সকলি যুগ্ম। শিব, পার্ব্বতী; বিষ্ণু, লক্ষ্মী; ব্রহ্মা, সাবিত্রী; কৃষ্ণ, রাধা। একটী পুরুষ, একটী নারী। লৌকিক ধারণা, ইহারা গৃহধর্ম্মাবদ্ধ দম্পতী। পুংদেবতা গৃহস্বামী, কর্ত্তা; নারীদেবতা গেহিনী, কর্ত্রী। পরস্পর সান্নিধ্য-বাসী। দেবী দেবের পরিচর্য্যাপরায়ণা; আনন্দের অংশভাগিনী। লক্ষ্মী বিষ্ণুর, পার্ব্বতী শিবের, জ্ঞানানন্দের সহচরী; রাধাসহ কৃষ্ণের উদ্দাম আনন্দবিলাস।

দেবতা ব্রহ্মময়; ব্রহ্ম দেবরূপ। ব্রহ্মত ক্লীব: "তৎ" পদ বাচ্য। দেবতা ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া, কেমনে পুরুষ নারীভেদে বিভিন্ন হইলেন?

ব্রহ্ম বলিতে, ব্রহ্ম অপ্রকট। তাহাতে না আছে পুংস্ত্বের প্রকাশ; না আছে স্ত্রীত্বের বিকাশ;

তাই তিনি না পুমান্; না স্ত্রী। ক্লীব বলিয়া কল্পিত। যেমন দেবরূপ ধরিলেন, তেমন প্রকটতা আসিল; ক্লীবত্ব ঘুচিল; পুংস্ত্ব প্রকাশিত, স্ত্রীত্ব বিকশিত হইল। পুংদেবতা, নারীদেবতা রূপে প্রকটিত হইলেন।

মনীষীগণ ব্রহ্মের এই প্রকটতত্ত্বের অন্তরে কতিপয় সূক্ষ্ম তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। তাহা আলোচ্য। কিন্তু এই আলোচনার পূর্ব্বে ভূমিকা স্বরূপে কিছু বলা প্রয়োজন। অগ্রে তাহার অবতারণা করিব।

"তত্ত্ববাদে" বলিয়াছি, যতক্ষণ মন, ততক্ষণ জগত; ততক্ষণ শুধুই জগত। জগতের বিশালপট মনটীকে জুড়িয়া বিরাজিত। হু হু মন; হু হু চিত্র পরিবর্ত্তন। চিত্রের অনন্ত স্রোত, মনের ক্ষেত্র নিয়ত চিত্রস্রোতে পরিপ্লুত।

যোগ, ধ্যান, জপ, স্তব, স্মরণ, কীর্ত্তন, সাকার উপাসনা, নিরাকার চিন্তা; যাহাই করুন, ফল ক্ষণিক; আকাশে বিজুলী স্ফুরণের ন্যায় ক্ষণিক।

একবার চমকাইয়া, একবার জগতের পটখানি ক্ষনেকের জন্য ঝলসাইয়া, অমনি বিলুপ্ত। পরক্ষণে যেই জগত, সেই জগত। পূর্ব্ববৎ প্রকাশমান। মানসক্ষেত্র আদিগন্ত ব্যাপিয়া দীপ্যমান। যেমন ইহ; তেমন পরত্র। যতক্ষণ মন; ততক্ষণ জগত; ততক্ষণ শুধুই জগত।

মনস্তম্ভন, মানবের লক্ষ্য। মনস্তম্ভনে, জগত স্তম্ভন। মনস্তম্ভনে আত্মপ্রকাশ; জগতস্তম্ভনে ব্রহ্ম প্রকাশ। আত্মা, ব্রহ্ম; ব্রহ্ম, আত্মা।

মনের প্রকৃতি দ্বিবিধ। এক জড়; অপর অজড়। জড়াংশে মন, প্রাণ; অজড়াংশে মন, চৈতন্যস্বরূপ, চিৎ। দ্বিবিধ প্রকৃতিভেদে মনস্তম্ভনের পন্থা দ্বিবিধ। এক প্রাণ নিরোধ; অপর চিৎসাম্য। প্রাণ নিরোধ, যোগমার্গ। চিৎসামা অবান্তর ভেদে ত্রিবিধ পন্থায় পর্য্যবসিত। জ্ঞানমার্গ কর্ম্ম-মার্গ, ভক্তিমার্গ।

প্রাণ নিরোধ, যোগমার্গ। যোগের অবলম্বন, প্রাণ। প্রাণায়াম, যোগ। প্রাণায়াম, প্রাণাপান

বায়ুর গতি নিরোধ। প্রাণ জড়। তবে, যোগের ক্ষেত্র জড়। যোগের লক্ষ্য জড়; প্রক্রিয়া জড়; পরিভাষা জড়। কুণ্ডলিনী শক্তি গুহ্যদেশে মূলাধার চক্রে নিদ্রিতা; তাহার প্রবোধন ক্রমে সুষম্নাপথে শিরোদেশে সহস্রারে উন্নয়ন, তথায় স্থিরীকরণ, যোগের লক্ষ্য। প্রাণায়াম—পূরক, কুম্ভক, রেচক; বিবিধ আসন; নানা মুদ্রা; এবম্প্রকার বহু দৈহিক ক্রিয়া, যোগের অবলম্বন। যখন লক্ষ্য জড়, প্রক্রিয়া জড়, তখন পরিভাষা সর্ব্বাংশে জড়। কুণ্ডলিনী ভুজঙ্গী মূলাধারে নিদ্রিতা, নিদ্রিতার প্রবোধন, সুষম্নাপথে উন্নয়ন, শিরোদেশে সহস্রারে স্থিরীকরণ, প্রাণবায়ুর নিয়মন, আসন, মুদ্রা, ইত্যাদি যাবতীয় পরিভাষা জড়মূলক, জড় লক্ষ্যক।

তবে কি যোগ আদ্যন্ত একটা জড় ব্যাপার? একমাত্র দেহের বিষয়? আখড়ার কছরত? দেহের কান্তি, শরীরের শক্তি, মস্তিষ্কের উপচয়, চক্ষুর জ্যোতি, কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা, শরীরের নৈরুজ্য,

আয়ুষ্কালের দীর্ঘতা, ইহাই কি কেবল যোগের লক্ষ্য? যাহারা যোগক্ষেত্রের বাহিরে অবস্থিত, তাহাদের অনেকের ধারণা এইরূপ। যাহারা এই ক্ষেত্রে স্বল্পপ্রবিষ্ট, তাহারাও অনেকে এই ধারণাবর্ত্তী বটেন। বস্তুতঃ যোগসিদ্ধি ব্রহ্মসিদ্ধি; যোগসিদ্ধি দেবসিদ্ধি; যোগসিদ্ধি আত্মসিদ্ধি। যোগপথ ব্রহ্মপথ; যোগপথ দেবপথ; যোগপথ আত্মপথ। আপাত জড়াবলম্বী, জড়ের ভাষাশ্রয়ী, জড়লক্ষ্যক হইলেও, যোগ চৈতন্যময়; চৈতন্য উহার আলম্বন, চৈতন্যময়ী উহার ভাষা, চৈতন্য উহার লক্ষ্য। সূক্ষ্ম চৈতন্যময় ব্যাপার, স্থূল দেহের বিষয়ে অনুভূত; স্থূল দেহের ভাষায় পরিব্যক্ত।

মনস্তম্ভনের দ্বিতীয়পন্থা চিৎসাম্য। বলিয়াছি, ইহা অবান্তরভেদে ত্রিবিধ; জ্ঞান মার্গ, কর্ম্ম মার্গ, ভক্তি মার্গ। "তত্ত্ববাদে" বলা হইয়াছে কর্ম্ম ও ভক্তি সংক্ষোভক্রমে জ্ঞান হইতে উদ্ভুত; আবার সঙ্কোচে জ্ঞানে লীন। সংক্ষোভে একত্বে ত্রিত্ব;

মূলে ত্রিত্বে একত্ব। আমি কথার বাহুল্য পরিহার জন্য, জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মমার্গ, ভক্তিমার্গ এই ত্রিবিধ মার্গকে একমাত্র জ্ঞানমার্গ বলিয়া ধরিয়া লইলাম। আপনারা "জ্ঞানমার্গ" বা "জ্ঞান" বলিতে এই ত্রিবিধমার্গ বুঝিয়া লইবেন।

চিৎসাম্য, চিত্তের সমতাবিধান। মনের চেতনাংশ অবলম্বনে এই পন্থার ক্রিয়া। ইহার ক্ষেত্র চৈতন্যময়। ইহার লক্ষ্য চেতন; ইহার প্রক্রিয়া চেতনাময়ী; ইহার পরিভাষা চৈতন্যময়। জ্ঞান, ব্রহ্মবোধ, দেব-বোধ, আত্মবোধ; ব্রহ্মতত্ত্বের, দেবতত্ত্বের, আত্ম-তত্ত্বের জাগরণ। কর্ম্ম, কর্ম্মাত্মিকা বুদ্ধি; জ্ঞানের নামান্তর। ভক্তি, জ্ঞাননিঃসৃত রস; কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবাহিত; বর্দ্ধিত কলেবরে পুনঃ জ্ঞানহ্রদে নিপ-তিত। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, ইহারা সকলি জ্ঞান; সকলি চেতন; সকলি চৈতন্যময়।

তবে হইল, মন জড় ও অজড়। মনস্তম্ভনের পন্থা, একটী জড়; অপরটী অজড়, চেতন। জড় পন্থা যোগ; চেতন পন্থা জ্ঞান।

জীব হইতে ব্রহ্ম, অন্তর সুদীর্ঘ। গোমুখী হইতে সাগর, তদপেক্ষা দীর্ঘ। অনন্ত পথ। পথে দুইটী স্রোতস্বতী; সমান্তরে বহমান; যেন অলকানন্দা ও ভাগীরথী। একটী জড়; একটী চেতন। একটী যোগ; অন্যটী জ্ঞান। বহুদূর স্বতন্ত্র। কখনো ব্যবধান বর্দ্ধিত; কখনো সন্নিকৃষ্ট। পরিশেষে উভয়ে মিলিত। অলকানন্দা জাহ্নবীজলে বিলীন। যোগ, জ্ঞানে পর্য্যবসিত। জড়, চেতনে পরিণত। এই মিলিত স্রোত, এই চৈতন্যময় জ্ঞান, আত্মবোধ জাগাইয়া, দেববোধ ফুটাইয়া, অবশেষে ব্রহ্মসাগরে নিপতিত।

বলিয়াছি, স্রোতস্বতী দুইটী বহুদূর স্বতন্ত্র। এতদূর স্বতন্ত্র যে, সাধারণ মানবদিগের পক্ষে এতদুভয়ের মেলন স্থান, ঐ পুণ্যময় প্রয়াগ, অদৃশ্য। তাহাদের নিকট পথদ্বয় চিরপৃথক। তাহাদের হিসাবে সিদ্ধির পন্থা দুই বিভিন্ন। এক যোগ, জড়; অপর জ্ঞান, চেতন। তাহাদের কেহ বা জড়পন্থী; কেহ বা চেতনপন্থী। জড়পন্থী

সমাজে যোগী বলিয়া পরিচিত; চেতনপন্থী জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত।

যোগী ও জ্ঞানী, ইহাদের মধ্যে অনেক দিন হইতে একটা বিরোধ রহিয়াছে। যোগী বলেন, প্রত্যক্ষানুভূতি একমাত্র যোগসাধ্য; জ্ঞানপন্থায় উহা সাধনাতীত; জ্ঞানী যোগলব্ধ তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া, নিজ প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে করেন; যোগের প্রত্যক্ষীভূত তত্ত্ব নিজ চৈতন্যোজ্জ্বল ভাষায় প্রকাশ করেন। জ্ঞানী বলেন, প্রত্যক্ষানুভূতি একমাত্র জ্ঞান সাধ্য; যোগপন্থায় উহা সাধনাতীত; যোগী জ্ঞানলব্ধ তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া নিজ প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে করেন; জ্ঞানের প্রত্যক্ষীভূত তত্ত্ব নিজ জড়ত্বাশ্রয়ী ভাষায় প্রকাশ করেন।

আমি এ বিরোধের বিচারে প্রবেশ করিব না। আপনারা ইহা ধরিয়া রাখুন, যোগ ও জ্ঞান, নিম্নগ্রামে পরস্পর নিরপেক্ষী; ঊর্দ্ধগ্রামে একীভূত। নিম্নগ্রামে যখন উভয়ে স্বতন্ত্র, তখন উভয়ের অনুভূতি সম; ন্যূনাধিক্য বিরহিত। যাহা

যোগপথে দৃষ্ট, তাহা জ্ঞানপথে লক্ষিত; যাহা জ্ঞানপথে লব্ধ, তাহা যোগপথে প্রাপ্ত। যাহা যোগসিদ্ধ, তাহা জ্ঞানসিদ্ধ; যাহা জ্ঞানসিদ্ধ, তাহা যোগসিদ্ধ। কেবল পন্থাভেদে রূপভেদ; পন্থা-ভেদে নামভেদ।

যোগী বলেন, কুণ্ডলিনী শক্তি শিরঃস্থিত সহস্রারে পরমাত্মার সহিত সঙ্গমাসক্তা। তাহা হইতে অমৃতময় তেজোধারা বিগলিত। এই অমৃতে জগতের প্রতিষ্ঠা; এই অমৃত জগতের প্রাণ; এই অমৃতবিনা জগতের তিরোধান।*

জ্ঞানী বলেন, জ্ঞান সহ কর্ম্মের নিয়ত সঙ্গতি। তাহা হইতে আনন্দময় রসধারা বিগলিত। এই আনন্দে জগতের প্রতিষ্ঠা; এই আনন্দ জগতের প্রাণ; এই আনন্দবিনা জগতের তিরোধান।

---

* কুণ্ডলিনী শক্তি সকল চক্রে সমকালে বিদ্যমানা। অন্য সকল চক্রে নিদ্রিতা; কেবল সহস্রারে নিত্য জাগ্রতা। সাধক যখন সহস্রারে কুণ্ডলিনীকে জাগ্রতা উপলব্ধি করেন, তখন কুণ্ডলিনী সর্ব্বত্র উদ্বুদ্ধা হয়েন।

যাহা যোগে অনুভূত, তাহা জ্ঞানে পরিলক্ষিত। কেবল প্রণালী ভেদে কথার ভেদ। পরমাত্মা, জ্ঞান; কুলকুণ্ডলিনী, চিৎ কর্ম্ম; অমৃত, আনন্দ।

আমি যোগাভ্যাসী নহি। যোগের ভাষায় এই তত্ত্বের আলোচনায় অসমর্থ। জ্ঞানের ভাষায় তত্ত্বটী যথাশক্তি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি। ইহার প্রতিরূপ সত্বরজস্তমঃ; সচ্চিদানন্দ। জ্ঞান, সত্ব সৎ; কর্ম্ম, রজঃ, চিৎ; ভক্তি, তমঃ, আনন্দ। জ্ঞানকর্ম্মভক্তি, সত্বরজস্তমঃ, সচ্চিদানন্দ; এই তিনটী ত্রিমূর্ত্তি। জগত ত্রিমূর্ত্তির বিলাসলীলা। জড়জগত, জীবজগত, দেবজগত; ত্রিমূর্ত্তির বিলাসে জগত্রয়ের প্রতিষ্ঠা। ভাষাব্যবহারে, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি, জড়জগত, জীবজগতে নির্দ্দিষ্ট; সত্বরজস্তমঃ, লৌকিক জগত ও দেবজগতে প্রযুজ্য; সচ্চিদানন্দ, দেবজগতে নিবদ্ধ। একই তত্ত্ব, একই বিলাস। জ্ঞানকর্ম্মভক্তি, সত্বরজস্তমঃ, সচ্চিদানন্দ। নামভেদে জগত্রয়ে ব্যবহার। লৌকিক জগত, আমাদের প্রত্যক্ষ;

জ্ঞানকর্ম্মভক্তি সহ আমাদের নিত্য সাহচর্য্য। আমি লৌকিক জগত অবলম্বনে, জ্ঞানকর্ম্মভক্তি ক্ষেত্রে, আমার উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন করিব। পরে লৌকিক জগত হইতে দেবজগতে, জ্ঞানকর্ম্মভক্তি হইতে সত্বরজস্তমে, সচ্চিদানন্দে, উপনীত হইব।

জ্ঞানসঙ্গত কর্ম্ম, আনন্দ; জ্ঞানসহকৃত কর্ম্ম, আনন্দময়। বিষয়টী প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

বলিয়াছি, চিৎপ্রাবল্যে, রজোবিলাসে, কর্ম্ম-বাহুল্যে, জীব ও জগত। জগতে চিতের প্রাবল্য, রজের বিলাস, কর্ম্মের বহুলতা। যেদিকে নিরীক্ষণ করি, কেবল কর্ম্ম; কর্ম্মের উত্তাল তরঙ্গ। জীব জগত কর্ম্মময়; জড়গজতে কর্ম্মের প্রভঞ্জন। একটী গাঁথা আছে—

সঞ্চরে সমীর সদা, উচ্ছ্বসে জলধি,
মার্ত্তণ্ড বরষে কর,
ভ্রমে গ্রহ নিরন্তর,
জগতে এ কর্ম্ম ঝড়, বিধাতার বিধি।

ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত নিয়ত কর্ম্মপর। একে অপরের প্রতি ধাবমান। ইহাদের সংঘর্ষে জগতের

উদ্ভব, সংঘর্ষে জগতের স্থিতি, সংঘর্ষে জগতের বিলয়। এক মূর্ত্তির বিলয়ে অন্যমূর্ত্তির উদ্ভব। উদ্ভবে বিলয়; বিলয়ে উদ্ভব। বিলয় উদ্ভবে, উদ্ভব বিলয়ে, জগতের স্থিতি। কর্ম্মের অনন্ত হিল্লোল।

যেমন জড়জগত; তেমন জীবজগত। কর্ম্মস্রোত নিয়ত প্রবহমান। ইতরজীব কর্ম্মপর; সংস্কার-বশে নিয়ত কর্ম্মশীল। মানবসমাজ, কর্ম্মতরঙ্গ সঙ্কুল বিশাল এক বারিধি। কর্ম্মের হিল্লোলে অবিরত আলোড়িত, বিলোড়িত।

সমাজদেহের শিরোদেশ হইতে পাদদেশ, সর্ব্বত্র কর্ম্মের বিশাল চাঞ্চল্য। কি সর্ব্বসম্পদের অধীশ্বর স্বয়ং মহীপতি, কি প্রভূত ধনসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত সামন্তবর্গ, কি সঞ্চয়বিহীন বুদ্ধিমাত্রোপজীব্য মধ্যবিত্ত, কি বুভুক্ষাতাড়িত সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ, সকলি কর্ম্মের প্রেরণায় ইতস্ততঃ ধাবমান। যাহারা আপাত অকর্ম্মণ্য বা কর্ম্মকুণ্ঠ, তাহারাও কর্ম্মহীন নহে। তাহাদেরও কর্ম্মনিরতি পরিদৃষ্ট। অকর্ম্মণ্য

ক্ষীণকর্ম্মা ; কর্ম্মকুণ্ঠ, দূরলক্ষ্যানুসন্ধায়ী কর্ম্মে পরাঙ্মুখ।

সমাজ কর্ম্মময়। কর্ম্মে শ্রম ; শ্রমে ক্লেশ। তথাপি কর্ম্মশীল। মস্তকের স্বেদবিন্দু পদে নিপতিত ; তবু কর্ম্মপ্রবাহ অবিরত প্রধাবিত। যিনি ঊর্দ্ধতন পরিদ্রষ্টার দৃষ্টিপথে কর্ম্মরত, তাহার যেমন সুচারু অনুষ্ঠানে ব্যাকুলতা ; যিনি আত্মদৃষ্টির অধীনে কর্ম্মানুরক্ত, তাহারও তেমন প্রকৃষ্ট পরিসাধনে ব্যগ্রতা। শ্রমে, অশ্রম ; ক্লেশে, অক্লেশ। কেবল কর্ম্ম, কর্ম্ম।

দেখিলেন, কর্ম্মশ্রম অশ্রম ; কর্ম্মক্লেশ অক্লেশ। তবে প্রশ্ন, কেন শ্রমে অশ্রমজ্ঞান ? কেন দুঃখে অদুঃখবুদ্ধি ? ইহা কোন্ কুহকিনী শক্তি ?

উত্তর দুইটী। পাশ্চাত্য জাতি বলেন, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ; হিন্দু বলেন আনন্দ। পাশ্চাত্যগণের উত্তর, কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম নিরতি ; হিন্দুর উত্তর, আনন্দ হিল্লোলে কর্ম্মের অভিব্যক্তি।

স্রষ্টাও সৃষ্টি, বিধাতাও বিধান, বিষয়ে পাশ্চাত্যগণের যে ধারণা, তাহাতে 'কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মনিরতি'

এই উত্তর তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। পাশ্চাত্যের চক্ষে জগৎস্রষ্টা ও জগত স্বতন্ত্র। স্রষ্টা ঈশ্বর; জগত তাহার সৃষ্ট বস্তু। সৃষ্টিপরিরক্ষার জন্য বিধাতাকর্তৃক কতকগুলি বিধান নির্দ্দিষ্ট। ঐ বিধানানুযায়ী জড় ও জীবের কর্ত্তব্য অবধারিত। কর্ত্তব্যবোধে জড় ও জীব নির্দ্দিষ্ট পথে কর্ম্মরত। জনৈক ইংরেজ কবি তাহার কর্ত্তব্যগীতি* শীর্ষক কবিতায়, এই ভাবটী সুন্দর পরিস্ফুট করিয়াছেন।

সৃষ্টি সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণা অন্যরূপ। হিন্দুবলেন, সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভিন্ন। স্বয়ং ব্রহ্ম, জগতরূপে প্রকট। জগত ব্রহ্মসঙ্কল্প; জাগতিক বিধান, সঙ্কল্পের শৃঙ্খলা।

বলিয়াছি, অপ্রকট ব্রহ্ম, ব্রহ্ম; প্রকট ব্রহ্ম, জগত। আবার অপ্রকট ব্রহ্ম, ব্রহ্ম; প্রকট ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ। তবে জগত, সচ্চিদানন্দ। জগত, সচ্চিদানন্দ; ইহা একটী মহান্ সত্য। আপনারা এই মহান্ সত্য ধারণা করিতে চেষ্টা করুন।

---

* Wordsworth's Ode To Duty.

দেখিয়াছেন, সৎ, সত্ব, জ্ঞান; চিৎ, রজঃ, কর্ম্ম; আনন্দ, তমঃ, ভক্তি। সচ্চিদানন্দ, সত্ব-রজস্তমঃ, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি। জগত, সচ্চিদানন্দ। তবে জগত, সত্বরজস্তমঃ; জ্ঞানকর্ম্মভক্তি। জগত, জ্ঞানকর্ম্মভক্তি; জ্ঞানকর্ম্মআনন্দ; ইহা লৌকিক প্রত্যক্ষ

আপনারা শুনিয়াছেন, জগত ত্রিতাপদগ্ধ। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, তিনটী তাপে নিয়ত দহ্যমান। এমন কেহ নাই, যে পুড়িয়া ছাড়খাড় নহে। এস্থলে দেখা যায়, জগত আনন্দময়। এ কেমন প্রহেলিকা? প্রহেলিকা নয়। তত্ত্বের হিসাবে জগত আনন্দময়; আনন্দের সাগর। আনন্দের হিল্লোলে জগতের অভিব্যক্তি। কিন্তু অবিদ্যার প্রভাবে, অজ্ঞানের শোষণে আনন্দের ধারা বালুকায় বিশুষ্ক। উত্তপ্ত বালুকা-রাশি, ধূ ধূ পরিব্যাপ্ত। তত্ত্বের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করুন, সন্তাপ বিদূরিত; আনন্দের শীতল সলিল প্রবাহিত।

· কারাগারে বন্দী। রাজশাসনে তৈলযন্ত্রে বলীবর্দ্দের কর্ম্মে নিযুক্ত। একে অতিশয় কৃচ্ছ্র; তাহাতে পরকীয় শাসন। বন্দী কি বিমুখ হইয়া নিশ্চলপদে দণ্ডায়মান? তাহা ত নয়। সে তালে তালে পা ফেলিয়া, আনন্দতরঙ্গে দেহ দোলাইয়া, তৈলযন্ত্রের ভার বহিয়া, চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। সত্য, তাহার অন্তর কারাবাসজনিত সন্তাপে বিদগ্ধ। কিন্তু সন্তাপের অভ্যন্তরে আনন্দের অন্তঃ-স্রোত প্রবাহিত। এই আনন্দে তাহার স্থিতি; এই আনন্দ তাহার জীবন; এই আনন্দ বিনা তাহার পতন। এই আনন্দের উৎক্ষেপণী শক্তিবলে, সে গুরুশাসনভার-পীড়িত হইয়াও উদ্দৃপ্তশিরে দণ্ডায়মান; প্রবল সমাজশক্তির কর-কবলিত হইয়াও আপন তেজোগরিমায় গৌরববান্; স্বেচ্ছাবিহারী জনগণের ন্যায় আনন্দের তরঙ্গে নিজকর্ম্মে ভ্রাম্যমাণ।

পুত্র মৃত। জননী রোরুদ্যমানা। রোদনেও আনন্দহিল্লোল। তানলয়ের সমাবেশ; যেন সঙ্গীত।

আনন্দের উৎক্ষেপ আসিল; অবসাদ ঘুচিল; ক্রন্দন থামিয়া গেল। জননী এবার কর্ম্মে নিরতা; দাহের উদ্‌যোগ বিধানে ব্যতিব্যস্তা। কোথায় কাষ্ঠ, কোথায় বস্ত্র, কোথায় স্বর্ণ, কোথায় রৌপ্য, কোথায় দোলা, কোথায় মালা, কে বাহক, কে যাজক। জননীর অশেষ কর্ম্ম। নিদারুণ কর্ম্ম; তথাপি সুষ্ঠু সাধনে ব্যাকুলা। যথাযথ অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হইল। জননীর শোকদগ্ধ প্রাণে একটী আনন্দ রেখা ফুটিল। ২২।০৭০

তবে জগত কর্ম্মময়; জগত আনন্দময়। জগত কর্ম্ম ও আনন্দময়। কর্ম্মে আনন্দ; আনন্দে কর্ম্ম। কর্ম্মের অভিব্যক্তি, আনন্দ; আনন্দের অভিব্যক্তি কর্ম্ম। কর্ম্মের তরঙ্গে আনন্দের হিল্লোল; আনন্দের তরঙ্গে কর্ম্মের হিল্লোল। আনন্দে জগতের প্রতিষ্ঠা; আনন্দ জগতের প্রাণ; আনন্দ বিনা জগতের তিরোধান।

এইক্ষণ বিচার্য্য, এই আনন্দের উদ্ভবস্থল কোথায়? একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর। গন্তব্যস্থল পরপারে। বেলা সংকীর্ণ। পান্থ প্রান্তরোল্লঙ্ঘনে ধাবমান। মধ্যপথে নিশাগত। ঘোর অন্ধকার; পথ অদৃশ্য। পথিক্ দিক্ ভ্রান্ত। না কোথাও লোকালয়ের কলরব; না কোথাও দীপের আলোকরেখা। পান্থ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়। প্রান্তরে অনাশ্রয়ে রাত্রি যাপন, অসাধ্য। অগত্যা যদৃচ্ছা-ক্রমে একপথ ধরিল। যদৃচ্ছায় পথের পর পথ ধাইল। রুদ্ধ শ্বাসে প্রধাবিত হইল। ক্রমে লোকালয় নেত্রপথে পড়িল। রাত্রিকার তরে আশ্রয় গ্রহণ জন্য ঐ দিকে ছুটিল। প্রবেশিয়া বিস্ময়ে দেখিল, উহা যে তাহারই অভিপ্রেত আলয়।

বলিয়াছি, কর্ম্মে আনন্দ; আনন্দে কর্ম্ম। তবে কেন পথিকের পথলঙ্ঘনে আনন্দাভাব? প্রতিপদে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর; তথাপি কেন আনন্দের অনুদয়? কেন আনন্দের স্থলে আতঙ্কের তরঙ্গ? কেন কোথায় যাই, কি হইবে, এই বিষাদের

কালিমা ? কেন প্রাণ কম্পমান ? কেন রুদ্ধশ্বাসে ধাবমান ? উত্তর, জ্ঞানাভাব। অবলম্বিত পথ, গন্তব্যপথ ; লক্ষ্যীকৃত স্থল, অভীপ্সিত আলয় ; এই জ্ঞানের অভাব। জ্ঞানাভাবে আনন্দে নিরানন্দ ; জ্ঞানসহকারে নিরানন্দে আনন্দ।

তবে হইল, জ্ঞানবিরহিত কর্ম্ম নিরানন্দ ; জ্ঞানসহকৃত কর্ম্ম আনন্দ। জ্ঞানসঙ্গত কর্ম্মে আনন্দের উদ্ভব ; জ্ঞান বিরহিত কর্ম্মে আনন্দের অনুদ্ভব। জ্ঞান সহ কর্ম্মের নিত্য সঙ্গতি ; ফল, নিত্য আনন্দ। এই আনন্দে জগতের প্রতিষ্ঠা ; এই আনন্দ জগতের প্রাণ ; এই আনন্দ বিনা জগতের তিরোধান।

জ্ঞান সহ কর্ম্মের নিত্য সঙ্গতি। যেখানে জ্ঞান, সেখানে কর্ম্ম ; যেখানে কর্ম্ম, সেখানে জ্ঞান। যেখানে জ্ঞানসঙ্গত কর্ম্ম, সেখানে আনন্দ। চিত্তে একটী জ্ঞান ফুটিল, পৃথিবী সূর্য্যপরিপার্শ্বে নিজ কক্ষে ভ্রাম্যমাণ। মনবিহঙ্গ অমনি পক্ষভরে উড্ডীন। দৈশিক ও সাময়িক ব্যাপকতা ঘুচাইয়া,

ধরণীকে মহা হইতে মহত্তর বেগে চালাইয়া, বর্ষগম্য কক্ষ ক্ষণেকে ঘূরিয়া, সূর্য্য ও ধরার অবস্থান দেখিয়া, প্রত্যাগত। যেমনি জ্ঞানোদয়, তেমনি কর্ম্মবেগ। উভয়ের সঙ্গতি ফলে, আনন্দ। ব্যোমে পিণ্ডদ্বয় অনাশ্রয়ে লম্বমান; একটীর পরিপার্শ্বে অপরটী বিনাকর্ষণে ধাবমান; নির্দ্দিষ্ট কক্ষে অস্খলনে অবস্থান; সম্মুখে এই দৃশ্য লইয়া স্বয়ং শূন্যপথে ভ্রাম্যমান। যেমন অদ্ভুত কর্ম্ম, তেমন প্রভূত আনন্দ।

বলিয়াছি, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি, যথাক্রমে সত্ব রজ স্তমঃ; সচ্চিদানন্দ। জ্ঞান, সত্ব, সৎ; কর্ম্ম, রজঃ, চিৎ; ভক্তি, তমঃ, আনন্দ। লৌকিক জগতের প্রত্যক্ষ ক্রমে দেখাইলাম, জ্ঞান সহ কর্ম্মের নিত্য সঙ্গতি; জ্ঞানসঙ্গত কর্ম্ম, ভক্তি (আনন্দ)। তবে দেবজগতে, সত্ব সহ রজের নিত্য সঙ্গতি; সত্ব সঙ্গত রজঃ, তমঃ; সৎসহ চিতের নিত্য সঙ্গতি; সৎ-সঙ্গত চিৎ, আনন্দ। দেবজগতে, সৎ সহ চিতের নিত্য সঙ্গতি; সৎ-সঙ্গত চিৎ, আনন্দ; ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইল।

এখানে প্রকটতত্ত্বের ভূমিকা পরিশেষ করিলাম। এইক্ষণ তৎসম্বন্ধীয় সূক্ষ্মতত্ত্বগুলির আলোচনা করিব।

ব্রহ্ম বলিতে, ব্রহ্ম অপ্রকট; নিরুপাধি সত্তা। সত্তা বলিতে, সৎ, সত্ব, জ্ঞান। সংক্ষোভ আসিল; ব্রহ্ম প্রকট হইলেন। সৎ, সত্ব, জ্ঞান সংক্ষুব্ধ হইল।

"তত্ত্ববাদে" বলিয়াছি, সংক্ষুব্ধ জ্ঞান, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি; সংক্ষুব্ধ সত্ব, সত্ব রজ স্তমঃ; সংক্ষুব্ধ সৎ, সচ্চিদানন্দ। সংক্ষোভে, একে তিন। এক জ্ঞান, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি; এক সত্ব, সত্ব রজ স্তমঃ; এক সৎ, সচ্চিদানন্দ। সংক্ষোভে, জ্ঞান হইতে জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি; সত্ব হইতে সত্ব রজ স্তমঃ; সৎ হইতে সচ্চিদানন্দ।

সংক্ষোভে, এক জ্ঞান, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি। একটী লৌকিক দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ করাইব। উপস্থিত মহাসমর হইতে দৃষ্টান্ত লওয়া হইল।

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল, হস্পিটাল ফ্লাট "বাঙ্গালী" বিনষ্ট। জগতের জ্ঞানসাগরে একটী

তরঙ্গ উত্থিত হইল। ঐ তরঙ্গ আন্দোল ক্রমে চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করিল। সংবাদ দেশে বিদেশে প্রচারিত হইল। জগতের যাবতীয় চিত্ত তরঙ্গায়িত করিয়া পরিশেষে অনন্তে মিশাইল।

ব্রাজিলের লোক ইহা জানিল। ক্ষুদ্রবীচিকা সংঘাত। তাহারা অটল রহিল। সংবাদ যুক্ত-রাজ্যে পঁহুছিল। তাহারা ঈষৎ নড়িয়া, স্থৈর্য্য লাভ করিল। ইংলণ্ডে সংবাদ আসিল। একটু তরঙ্গাঘাত হইল। কিঞ্চিৎ দুলিল; অমনি সাম্যাবস্থা লাভ করিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সংবাদ আগত হইল। গাত্রে প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাত লাগিল; অনেকক্ষণ আন্দোলিত হইল। পরি-শেষে স্থিরতা লাভ করিল। বঙ্গদেশে ইহা প্রচারিত হইল। যেন একটা ঝটিকা বহিতে লাগিল। আলোড়ন, বিলোড়ন, ঘাত, প্রতিঘাত, অশেষ হইল। কত তাঁর, কত পত্র, চতুর্দ্দিকে ছুটিল। কত সাক্ষাৎ, কত আলাপ, কত আলো-চনা, কত বিচারণা হইল। পরিশেষে রাজশক্তির

নিকট আবেদন প্রেরণ হইল। রাজা এক খানা ফ্লাট প্রদানে প্রনষ্ট "বাঙ্গালীর" স্থল পূরণ করিলেন। ঝটিকা প্রশান্ত হইল। আনন্দের ধারা ছুটিল।

একই সংবাদ ; একই জ্ঞান। ব্রাজিলে অক্ষুব্ধ ; * বঙ্গদেশে সংক্ষুব্ধ। ব্রাজিলে বিজুলী স্ফুরণ ; বঙ্গে স্ফুরণসহ প্রবল গর্জ্জন, প্রবল বাত্যা, প্রবল বর্ষণ। ব্রাজিলে জ্ঞান, জ্ঞানে লীন ; বঙ্গে উহার কর্ম্মরূপ পরিগ্রহ, ভক্তির (আনন্দের) প্রসৃতি। ফ্লাট "বাঙ্গালী" বিনষ্ট, এই জ্ঞান প্রচণ্ড এক কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত ; কত ভাবের ধারা নিঃসৃত। যত কর্ম্ম, যত ভাব, সকলের মূলে ঐ জ্ঞান। ঐ জ্ঞান, সংক্ষোভে কর্ম্ম, সংক্ষোভে আনন্দ।

দেখিলেন, লৌকিক জগতে সংক্ষুব্ধ জ্ঞান, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি। তবে প্রত্যক্ষ হইল, দেবজগতে সংক্ষুব্ধ সত্ত্ব, সত্ব রজ স্তমঃ ; সংক্ষুব্ধ সৎ, সচ্চিদানন্দ।

---

* পূর্ণ অক্ষোভ একমাত্র ব্রহ্ম সত্তায় বিরাজিত। উহা ভাষার অতীত। জগতে যাহা অক্ষুব্ধ, তাহাও সংক্ষোভবর্জ্জিত নহে।

সংক্ষোভে সৎ, সচ্চিদানন্দ। পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, সৎ ও চিতের সঙ্গমে আনন্দ। তবে দেবজগতে সংক্ষোভের এই ক্রম নির্ণীত হইল। সৎ হইতে চিৎ; সৎ ও চিতের সঙ্গমে, আনন্দ। তদ্রূপ, সত্ব হইতে রজঃ; সত্ব ও রজের সঙ্গমে, তমঃ। লৌকিক জগতে জ্ঞান হইতে কর্ম্ম; জ্ঞান ও কর্ম্মের সঙ্গমে, ভক্তি।

সংক্ষোভে জগত। সংক্ষোভে জড় জগতে, জীব জগত, দেব জগত। জগত ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম, সৎ, সত্ব, জ্ঞান। তবে জগত সত্তাময়, সত্বময়, জ্ঞানময়। জগত ব্রহ্মের সংক্ষোভবিলাস। তবে জগত সৎ সত্ব জ্ঞানের সংক্ষোভলীলা। সংক্ষোভে সৎ, সচ্চিদানন্দ; সত্ব, সত্বরজস্তমঃ; জ্ঞান, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি। তবে জগত, সচ্চিদানন্দ, সত্বরজস্তমঃ, জ্ঞানকর্ম্ম ভক্তি, এই ত্রিমূর্ত্তির বিলাসলীলা। ত্রিমূর্ত্তির বিলাসে জগত। ত্রিমূর্ত্তির বিলাস, জড়; ত্রিমূর্ত্তির বিলাস, জীব; ত্রিমূর্ত্তির বিলাস, দেব।

এই বিলাস অচ্ছেদ্য; নিত্য। জ্ঞান সহ

কর্ম্মের, সত্ব সহ রজের, সৎ সহ চিতের, নিত্য সাহচর্য্য ; নিত্য বিহার। অচ্ছেদ্য বন্ধন, অকাট্য আকর্ষণ। নিত্যফল, ভক্তি, তমঃ, আনন্দ। এই আনন্দে জগতের প্রতিষ্ঠা ; এই আনন্দ জগতের প্রাণ ; এই আনন্দ বিনা জগতের তিরোধান।

হইল, লৌকিক জগত, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি। মূলে এক জ্ঞান। সংক্ষোভে জ্ঞান, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি। জ্ঞান হইতে কর্ম্ম ; জ্ঞান ও কর্ম্মের নিত্য সঙ্গতি ; জ্ঞান কর্ম্মের সঙ্গতিফলে ভক্তি। তদ্রূপ, দেব জগত। দেব জগত সত্বরজস্তমঃ, সচ্চিদানন্দ। মূলে এক সত্ব ; এক সৎ। সংক্ষোভে সত্ব, সত্বরজস্তমঃ ; সৎ, সচ্চিদানন্দ। সত্ব হইতে রজঃ ; সৎ হইতে চিৎ। সত্ব ও রজের, সৎ ও চিতের, নিত্য সঙ্গতি। সত্বরজের সঙ্গতি ফলে তমঃ ; সচ্চিতের সঙ্গতি হইতে আনন্দ।

আনন্দে জগতের প্রতিষ্ঠা, আনন্দ জগতের প্রাণ ; আনন্দ বিনা জগতের তিরোধান। তবে ত আনন্দ জগতের লক্ষ্য। মানবের একমাত্র সাধ্য।

সত্য, আনন্দ জগতের লক্ষ্য; আনন্দ মানবের একমাত্র সাধ্য। অপর যাহা কিছু সাধ্য, তাহার মূলে আনন্দ।

আনন্দ যদি সাধ্য হইল, তবে অন্য আর কর্ত্তব্য কি? কেবল পান, ভোজন, আমোদ প্রমোদ। ইহাই কি তবে মানবের কর্ত্তব্য?

পান, ভোজন, আমোদ, প্রমোদ, আনন্দ। যে আনন্দে জগতের প্রতিষ্ঠা, যে আনন্দে জগতের প্রাণ, সেই আনন্দ। জগতে এক অখণ্ড আনন্দ। যাবতীয় খণ্ড আনন্দ উহার অংশভূত। তথাপি পান ভোজন জনিত আনন্দ, মানবের লক্ষ্য নয়। এ আনন্দ বিকৃত, বিরূপীভূত। নিরানন্দের নামান্তর; নিরানন্দের তরঙ্গ। ইহাতে উত্তেজনা, অবসাদ; অবসাদ, উত্তেজনা। উন্মজ্জন, নিমজ্জন; নিমজ্জন, উন্মজ্জন। অবসাদে দুঃখবোধ; নিমজ্জনে নিরানন্দ। ক্রমে উত্তেজনার ক্ষীণতা; আন্দোলের খর্ব্বতা। তখন আনন্দের তিরোভাব; নিরানন্দের আবির্ভাব। বলবতী আকাঙ্ক্ষা; তৃপ্তি দূরপরাহতা।

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ; নিদারুণ ভোগতৃষা। আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দের যাতনা।

এ আনন্দ অবিদ্যার দান। অবিদ্যার কূহকে অপরের আনন্দে আত্মানন্দ জ্ঞান। দেহাত্মক বুদ্ধি অবিদ্যা। পান করে দেহ ; ভোজন করে দেহ ; আমোদ প্রমোদ দেহের। তথাপি পান করি, আমি ; ভোজন করি আমি ; আমোদ প্রমোদ আমার ; এই জ্ঞান। দেহে আত্মবুদ্ধি। দেহের আনন্দে, আমার আনন্দ জ্ঞান। যেখানে অবিদ্যা, সেখানে তাপ। আনন্দে নিরানন্দ ; অমৃতে গরল।

অবিদ্যাসম্ভূত আনন্দ, মানবের লক্ষ্য নয়। মানব চাহে, বিমল আনন্দধারা ; পঙ্কলেশ বর্জ্জিত। স্থির, ধীর, প্রশান্ত। স্বচ্ছ সলিল, সমবেগে, অবিচ্ছেদে প্রবাহিত। ইহাতে অবিদ্যার বাত্যা নাই ; তরঙ্গের আবর্ত্ত নাই। না আছে আবিলতা ; না আছে পঙ্কিলতা। জ্ঞানের বিমলস্রোত ; কর্ম্মের অমল ধারা। উভয়ের সঙ্গমে আনন্দের জাহ্নবী।

দেখিয়াছেন, ব্রহ্ম নিরুপাধি সত্তা। সত্তাময়, সত্ত্বময়, জ্ঞানময়। সংক্ষুব্ধ সত্তা, সংক্ষুব্ধ সত্ত্ব, সংক্ষুব্ধ জ্ঞান, মানবের নিত্য প্রত্যক্ষ; মানবের নিত্য সহচর। মানব সংক্ষোভ সাগরের মীন। মানবের জ্ঞানসীমা সংক্ষোভে আবদ্ধ। যাহা সংক্ষোভের অতীত, তাহা মানবজ্ঞানের সীমাবহির্ভূত। অক্ষুব্ধ সত্তা, অক্ষুব্ধ সত্ত্ব, অক্ষুব্ধ জ্ঞান, মানবের প্রত্যক্ষাতীত। এজন্য, ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাতীত; অবাঙ্মনস গোচর; অনুভব্য। জগতের আদিতত্ত্ব হইলেও, প্রত্যক্ষজ্ঞানের সীমা বহির্ভূত; অনুমান বোধ্য। *

হিন্দুর ধর্ম্ম প্রত্যক্ষবাদ; কঠোর প্রত্যক্ষবাদ। সাধ্য প্রত্যক্ষ; সাধন প্রত্যক্ষ; সিদ্ধি প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষের অণুমাত্র ন্যূন, হিন্দুর অগ্রাহ্য। এজন্য হিন্দুর উপাসনাক্ষেত্রে ব্রহ্মের বোধনাভাব। ব্রহ্ম

---

* প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্র সকলের পক্ষে সমায়তন নহে সাধারণ মানব সম্বন্ধে ব্রহ্ম, অনুমান বোধ্য। যোগসিদ্ধ, জ্ঞান সিদ্ধ, ব্যক্তিগণের নিকট, ব্রহ্ম প্রত্যক্ষীভূত; জড়, জীব, দেবগণের স্থায় প্রত্যক্ষীভূত।

জগতের আদিতত্ত্ব, মূলনির্ঝর; তথাপি উপাস্য-রূপে অবোধিত। কারণ তিনি উপাসকের প্রত্যক্ষাতীত। তাঁহার স্থল, জ্ঞানালোচনায়; জ্ঞান প্রকোষ্ঠে তাঁহার সিংহাসন। উপাসনামণ্ডলে, ব্রহ্মস্থলে, প্রত্যক্ষীভূত ব্রহ্মতেজ; সচ্চিদানন্দ দেববৃন্দ। এজন্য হিন্দু পৌত্তলিক আখ্যায় বিভূষিত; বহুবিধ গঞ্জিত। তথাপি তাহার প্রত্যক্ষবাদ অটুট! দেববৃন্দ হিন্দুর উপাস্যরূপে বিরাজিত।

হিন্দুর প্রত্যক্ষবাদ অনেক সময় সুযুক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে। সমাজে অনেক লোক আছেন, যাহারা দেবগণকে স্বপ্রতিষ্ঠ বলিয়া গণ্য করেন। ইহারা "সর্ব্বঞ্চ খল্বিদং ব্রহ্ম" হিন্দুর এই মূল সূত্র বিষয়ে জ্ঞানহীন। আবার বৈষ্ণবগণ দেবব্রহ্মের সম্বন্ধ বিপর্য্যস্ত করিয়া লয়েন। তাহারা বলেন

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্যতনুভা।
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ॥

যিনি উপনিষদে উপাধিহীন ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত,

তিনি কৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি; যিনি যোগশাস্ত্রে পরমাত্মা বা অন্তর্য্যামী পুরুষ বলিয়া কথিত, তিনি কৃষ্ণ চৈতন্যের আংশিক ঐশ্বর্য্য। ইহারা প্রত্যক্ষ-বাদের প্রাধান্য পরিরক্ষা করিতে যাইয়া, ব্রহ্মকে দেবতার পাদদেশে স্থানদান করেন। বস্তুতঃ দেবতা যেমন সাধারণ বুদ্ধির প্রত্যক্ষ; ব্রহ্ম তেমন সিদ্ধপুরুষগণের প্রত্যক্ষ। সাধারণ মানবের নিকট অনুমানবোধ্য হইলেও, ব্রহ্ম অচল, অটল সত্য; প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ শৈলশিখরে সর্ব্বোপরি বিরাজিত।

"তত্ত্ববাদে" বলিয়াছি, ব্রহ্ম লীলাময়; লীলা তাহার ধর্ম্ম। যেমন তারল্যবিনা সলিল নাই, তেমন লীলাবিনা ব্রহ্ম নাই। লীলাবশে ব্রহ্ম, জগত; ব্রহ্ম জগতরূপে প্রকটিত।

ব্রহ্ম জগতরূপে অভিব্যক্ত। কিন্তু জগত ব্রহ্মের নিরবশেষ অভিব্যক্তি নহে। ব্রহ্ম জগতরূপে প্রকট হইয়াও, ব্রহ্মরূপে বিদ্যমান। ব্রহ্ম জগত ব্যাপিয়া অবস্থিত; আবার জগতের অতিরিক্ত-

রূপে বিরাজিত। তাবত জগত ব্রহ্ম; তাবত ব্রহ্ম জগত নয়। ব্রহ্ম অনন্ত; জগত অনন্ত। অনন্ত ব্যবকলনে, অনন্তের অবশিষ্ট অনন্ত।

ব্রহ্ম জগতরূপে প্রকট হইয়াও, ব্রহ্মরূপে বিদ্যমান। ব্রহ্ম দেবরূপে প্রকাশমান। সংক্ষুব্ধ ব্রহ্ম দেবতা। ব্রহ্ম, সৎ সত্ব জ্ঞান। সংক্ষোভে সৎ, সচ্চিদানন্দ। সৎ হইতে চিৎ উদ্ভুত; সচ্চি-তের সঙ্গতি হইতে আনন্দ। সংক্ষোভে চিৎ, সৎ হইতে বহির্গত। ভাল, চিতের উদ্ভবে, সৎ বিকলাঙ্গ কি পূর্ণাঙ্গ? পূর্ণ সৎ কি কিঞ্চিদূন? লৌকিক জগতের জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি হইতে ইহার উত্তর গ্রহণ করি। জ্ঞান হইতে কর্ম্ম বাহির হইলে, জ্ঞান বিকলাঙ্গ কি পূর্ণাঙ্গ? পূর্ণ জ্ঞান কি কিঞ্চিদূন? নিশ্চিত উত্তর, জ্ঞান, পূর্ণতায় বিরাজিত; অটুট। তবে চিদুদ্ভবে সৎ পূর্ণতায় অবস্থিত; অটুট। সৎ অনন্ত; চিৎ অনন্ত। অনন্ত ব্যবকলনে অনন্তের অবশিষ্ট অনন্ত। *

* এইরূপ রজউদ্ভবে, সত্ব পূর্ণতায় অবস্থিত; অটুট

বলিলাম, সৎ অনন্ত, চিৎ অনন্ত। তবে, আনন্দ অনন্ত। সচ্চিদানন্দ অনন্ত; সত্ব রজস্তমঃ অনন্ত; জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি অনন্ত। লৌকিক জগতে দেখি, সকলি খণ্ড। জ্ঞান খণ্ড; কর্ম্ম খণ্ড; ভক্তি খণ্ড। যাহা আমার জ্ঞান, তাহা অপরের জ্ঞান নয়; যাহা অপরের জ্ঞান, তাহা আমার জ্ঞান নয়। এইরূপ কর্ম্ম ও ভক্তি; খণ্ড রূপে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট। অগণ্য খণ্ডতা। অগণ্য খণ্ড জ্ঞান; অগণ্য খণ্ড কর্ম্ম অগণ্য খণ্ড ভক্তি। বস্তুতঃ জগতে এক অখণ্ড জ্ঞান; এক অখণ্ড কর্ম্ম; এক অখণ্ড ভক্তি। অবিদ্যা বশে খণ্ড রূপে ব্যবচ্ছেদ। অবিদ্যানাশে খণ্ড রাশির অখণ্ডরূপে সমাবেশ। যেমন লৌকিক জগত, তেমন দেব জগত। এক অখণ্ড সত্বরজস্তমঃ; এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

ব্রহ্ম লীলাময়। লীলাবশে, জগত; লীলাবশে, দেব। লীলাবশে বিগ্রহধারী দেবরূপে অবতার।

অবিদ্যার আবরণে জগত। অবিদ্যার উন্মোচনে ব্রহ্ম। জগতে অবিদ্যার কুজ্ঝটিকা। কুজ্ঝটিকার

ধূমরাশি জগতের দীপ্তি। উপরে জ্ঞানসূর্য্য ; বিমল প্রভায় প্রকাশমান। মধ্য দেশে কুজ্ঝটিকার ব্যবধান। বাত্যাবলে কদাচিৎ অবকাশ ঘটিবে ; তখন অবকাশের অন্তরে জ্ঞানসূর্য্য ফুটিবে। আবার কুজ্ঝটিকা ; আবার সেই ধূমল দীপ্তি।

ব্রহ্ম লীলাময়। ব্রহ্মের এ লুকোচুরী লীলা। প্রকাশ, অপ্রকাশ ; অপ্রকাশ, আবার প্রকাশ। ফুটিলেন, মিলাইলেন ; মিলাইলেন, আবার ফুটিলেন। এই লীলা বশে দেবরূপে অবতার। অবতার, তিরোধান ; তিরোধান, অবতার। জগতে অবতীর্ণ হইয়াও সেই লুকোচুরী লীলা। দেবভাব, মানব ; মানব, দৈব বৈভব। বিজুলী, অন্ধকার ; অন্ধকার বিজুলী। দিব্য দ্যুতি, অবিদ্যার আবরণ ; অবিদ্যার আচ্ছাদন, আবার তেজঃস্ফুরণ।

ব্রহ্ম দেবরূপে প্রকাশমান। সচ্চিদানন্দ। সৎ হইতে চিৎ উদ্ভূত। সচ্চিতের সঙ্গতি ফলে আনন্দ। চিদুদ্ভবে সৎ পূর্ণতায় বিরাজিত। পূর্ণ সৎ ; পূর্ণ ব্রহ্ম। বৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। চিৎ

রাধা রূপে অবতার। রাস, উভয়ের মেলনে আনন্দ ধারা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে।

স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান্ বভূব রমণোৎসুকঃ॥ * * *
এতস্মিন্নন্তরে দুর্গে দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
দক্ষিণাঙ্গশ্চ শ্রীকৃষ্ণো বামার্দ্ধাঙ্গাচ রাধিকা॥ * * *
কামাতুরাং সস্মিতাঞ্চ দদর্শ রসিকেশ্বরঃ।
দৃষ্ট্বা কান্তাং জগৎকান্তো বভূব রমণোৎসুকঃ॥
দৃষ্টা রিরংসুং কান্তঞ্চ সা দধার হরেঃপুরঃ।
রাসেশং ভূয়ো গোলোকে সা দধার হরেঃপুরঃ॥* * *
স্বয়ং রাধা কৃষ্ণপত্নী কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবীচ তস্যৈবপরমাত্মনঃ॥ * * *
তস্য প্রাণাধিকা রাধা বহুসৌভাগ্যসংযুতা।
মহাদ্বিষ্ণোঃ প্রসূঃ সা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী॥

কৃষ্ণ সৎ। সতের সংক্ষোভে চিৎ, রাধা। সচ্চিতের সঙ্গতি ফলে আনন্দ, রাস। নারদ পঞ্চরাত্রেও এইরূপ উক্তি রহিয়াছে।

এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ॥ * * *
স রেমে রাময়া সার্দ্ধং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ।
বিদগ্ধয়া বিদগ্ধেন বভূব সঙ্গমঃ শুভঃ॥

আপনারা এইবার কৃষ্ণ-রাধা-রাস এই ত্রিতয়ের অর্থ পরিগ্রহ করুন। কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, রাসতত্ত্ব বুঝিয়া লউন। কৃষ্ণ সৎ, রাধা চিৎ, রাস আনন্দ। কৃষ্ণরাধারাস, সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্ম; সচ্চিদানন্দ, জগত। কৃষ্ণরাধারাস, ব্রহ্ম; কৃষ্ণ-রাধা-রাস জগত।

এইরূপ, শিব সৎ; শক্তি চিৎ; বিহার আনন্দ। শিবশক্তিবিহার, সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্ম; সচ্চিদানন্দ, জগত। শিবশক্তি বিহার, ব্রহ্ম; শিবশক্তি বিহার, জগত।

হিন্দু দেবতার উপাসক। কেহ কৃষ্ণের উপাসক; কেহ শিবের উপাসক। কৃষ্ণোপাসক, কৃষ্ণোপা-সনান্তে, রাধার উপাসনা করেন। শিবোপাসক, শিবোপাসনান্তে, শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ পূর্ণ সৎ; কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম। শিব পূর্ণ সৎ; শিব পূর্ণ ব্রহ্ম। তবে কৃষ্ণোপাসনান্তে রাধার, শিবো-পাসনান্তে শক্তির, উপাসনায় কি প্রয়োজন?

অনেকে মনে করেন, কৃষ্ণ রাধা, শিব শক্তি,

প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ। রাধার উপাসনায় কৃষ্ণের তুষ্টি ; রাধার উপাসনা বিনা কৃষ্ণের অতুষ্টি। শক্তির উপাসনায় শিবের তুষ্টি ; শক্তির উপাসনা বিনা শিবের অতুষ্টি।

এরূপ ধারণা, অজ্ঞানের কথা। এই উপাসনার যুক্তি অন্যবিধ। ইহার মূলে, হিন্দুর প্রত্যক্ষবাদ ; কঠোর প্রত্যক্ষবাদ। যে ব্রহ্মশক্তি যে ভাবে প্রত্যক্ষীভূত, ঐ ব্রহ্মশক্তি ঐ ভাবে উপাস্য। সৎ পূর্ণতায় বিরাজিত ; চিৎ প্রকটীভূত হইয়াও সত্তে অবস্থিত। পূর্ণ সৎ, কৃষ্ণ শিব, উপাসিত। তবু প্রকটীভূত চিৎ প্রকটরূপে পুনরপি উপাস্য। কৃষ্ণ ও শিবের উপাসনান্তে, রাধাও শক্তির উপাসনা।

ব্রহ্ম লীলাময়। লীলা-বশে তাহার অবতার। অবতার উদ্দেশ্যবিহীন নয়। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

যখনি ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনি আমি আবির্ভূত হই। অধর্ম্মের নিরসন, ধর্ম্মের সংস্থাপন, অবতারের উদ্দেশ্য। তবে, কৃষ্ণাবতারে কোন্ অধর্ম্ম নিরস্ত, কোন্ ধর্ম্ম সংস্থাপিত ?

কেহ বলিবেন, অধর্ম্মরূপী কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি নিহত; ধরণীর ভার লঘু। কেহ বলিবেন, দুর্য্যোধনাদি কৌরব, কর্ণাদি অসুর, বিনাশপ্রাপ্ত; ধর্ম্মরূপী পাণ্ডবগণের অভ্যুত্থান। কেহ বলিবেন, কৃষ্ণাবতারে ভগবানের শ্রীমুখ হইতে গীতোক্ত ব্রহ্মবাদের অমৃতধারা নিঃসৃত। মানিলাম, এগুলি কৃষ্ণাবতারের এক এক উদ্দেশ্য। কিন্তু, অতি সামান্য উদ্দেশ্য। কৃষ্ণাবতারের প্রকৃত উদ্দেশ্য, অন্য। প্রকৃত উদ্দেশ্য, বৃন্দাবনের লীলা।

আপনারা হয় ত আমার একথা শুনিয়া হাস্যবদন হইবে। অসুরনিপাত, ক্ষত্রিয়কুল বিধ্বংস, ব্রহ্মবাদপ্রচার, হইল সামান্য উদ্দেশ্য;

আর ব্রজবালাসহ কাননে কেলিবিলাস হইল, মুখ্য উদ্দেশ্য। কথাটা বুঝিয়া লইলে, খাঁটী সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিবেন।

গীতার যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার অর্থটা কি? উহার লৌকিক অর্থ এই যে, মানব সমাজ একটা সংস্কারভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; এ সংস্কার ভিত্তি সমাজের ধর্ম্ম। উহার বিরুদ্ধ, অধর্ম্ম। যখন কোনও বিরুদ্ধ সংস্কারের অভ্যুত্থানে, মৌলিক সংস্কারের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া আগন্তুক সংস্কারের বিনাশ ও পূর্ব্ব সংস্কারের পরিরক্ষা করেন। সাধারণতঃ অসুর বিনাশে, বেদ, দেব, ব্রাহ্মণ ও ভক্তগণের পরিরক্ষায়, অবতারের উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে অভিব্যক্ত হয়।

ধর্ম্ম সমাজের ভিত্তি, ইহা স্বীকার্য্য। ধর্ম্ম কি? অগ্নির ধর্ম্ম, দাহন; সলিলের ধর্ম্ম, শৈত্য। শিলার ধর্ম্ম, গুরুত্ব; বায়ুর ধর্ম্ম, লঘুত্ব। তবে ধর্ম্ম বলিতে, স্ব-ভাব; নিজত্ব; বস্তুত্ব। জগতের

স্বভাব, জগতের নিজত্ব, জগতের ধর্ম্ম। জগত, সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ, জগতের ধর্ম্ম। আনন্দ, সচ্চিৎ প্রসূত। যেখানে আনন্দ, সেখানে সচ্চিৎ; যেখানে সচ্চিৎ, সেখানে আনন্দ। যেখানে আনন্দাভাব, সেখানে সচ্চিদাভাব; যেখানে সচ্চি-দাভাব, সেখানে আনন্দাভাব। আনন্দ জগতের ধর্ম্ম। আনন্দে জগতের প্রতিষ্ঠা; আনন্দ জগ-তের প্রাণ; আনন্দ বিনা জগতের তিরোধান।

আনন্দের গ্লানি, ধর্ম্মের গ্লানি। আনন্দের গ্লানি, জগতের বিলয়। জগতের প্রতিষ্ঠালোপ; জগতের প্রাণক্ষয়। সচ্চিতের নিরাস, দেববৃন্দের পলায়ন, জ্ঞানকর্ম্মের লোপ। আনন্দের বিলয়ে জগত, মরুস্থলী। ভগ্নমেরু, বিকল। নিরানন্দের আবির্ভাব, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান। নিরানন্দ নিরসন, অধর্ম্মের নাশ; আনন্দের প্রবর্ত্তন, ধর্ম্মের সংস্থা-পন। বৃন্দাবনের গোপী-লীলা, আনন্দের মন্দা-কিনী। জগতের প্রাণ, জগতের প্রতিষ্ঠা। জগতের প্রতিষ্ঠায়, কৃষ্ণরূপে অবতার।

বলিয়াছি. রাধা চিদ্রূপা। বৈষ্ণবগণের মতে রাধা চিচ্ছক্তি না হইয়া, হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দ শক্তি। চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে।

হ্লাদিনীর সার অংশ, তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার, মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥

দেখিয়াছেন, সচ্চিতে নিত্যসঙ্গতি। এই সঙ্গতি প্রেম। চিৎকর্ম্মরূপিনী হইয়াও প্রেমস্বরূপা। আনন্দ প্রসবিনী। এই অর্থে রাধা প্রেমরূপা হ্লাদিনী।

চৈতন্যচরিতামৃতের মতে রাধা, হ্লাদিনী। তথাপি রাধা চিদ্রূপা প্রকৃতি; ইহা বৈষ্ণবগণের অস্বীকৃত নয়। পূর্ব্বে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন। নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে—

সৃষ্টিবীজস্বরূপা সা নহি সৃষ্টিস্তয়া বিনা। * * *
সৃষ্টিকালে চ সা দেবী মূল প্রকৃতিরীশ্বরী। * * *
শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা।

রাধা সৃষ্টিবীজস্বরূপা, ঈশ্বরী, প্রকৃতি। কৃষ্ণ জগতের পিতা ; রাধা জগতের মাতৃরূপা।

এই বার, রাসলীলা। বৃন্দাবনের গোপীলীলা। কৃষ্ণ ও গোপীগণের রাসবিহার।

ভাগবত গোপীলীলার আদি নির্ঝর। সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও মৌলিক। অন্যান্য গ্রন্থ, সকলি ভাগবতের পদাঙ্কানুসরণকারী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পৌরাণিক যুগে আবির্ভূত। জয়দেবের আবির্ভাব, দ্বাদশ শতাব্দী। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। ষোড়শ শতাব্দীতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবতার। রূপ, জীব, কৃষ্ণদাস, নরোত্তম প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ সকলি ষোড়শ শতাব্দীর লোক ; গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমসাময়িক বা অল্প পরবর্ত্তী।

ভাগবতের গোপীলীলা এক অপূর্ব্ব কাহিনী। সূক্ষ্ম ও স্থূল, আধ্যাত্মিক ও জৈব, আলো ও ছায়া,

এমন সুচারু কৌশলে গ্রথিত যে, উহা সত্য সত্যই যেন কালীদাসবর্ণিত গঙ্গাযমুনা—সঙ্গম। নিবিড় নীরদকোলে শুভ্রবলাকারাজি ; তরুচ্ছায়ার বিরল-খণ্ডে রজতজ্যোৎস্না রাশি। সূক্ষ্ম ও স্থূল, তাত্ত্বিক ও লৌকিক, ওত প্রোত ; পরস্পর অনস্যূত।

পরবর্ত্তী গ্রন্থনিচয়ে, সূক্ষ্ম ও স্থূলের, তাত্ত্বিক ও লৌকিকের, এই সামঞ্জস্য অরক্ষিত। এমন কি বিপর্য্যাস সংস্থাপিত। এই গ্রন্থকারগণ সকলেই তত্ত্বদর্শী ; কিন্তু অতিমাত্র প্রত্যক্ষবাদী। প্রত্যক্ষ প্রকাশ পরিস্ফুট করিতে সমধিক যত্নশীল। স্থূলকে অধিকতর ফুটাইতে যাইয়া, লৌকিকের রঙ্গ বিন্যাসে অধিকতর তূলিকা চালনা করিয়া, ইহারা সূক্ষ্মকে পশ্চাদ্দেশে ছায়ান্তরালে অপসারিত করিয়াছেন। কেহ কৃষ্ণরাধাকে সাহিত্যের নায়ক নায়িকারূপে পাঠকের নয়নপথে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কেহ বা অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধানসহ অঙ্গে অঙ্গে মিলাইয়া কৃষ্ণ ও রাধার রাসবিলাস উদ্ভাবন করিয়াছেন। ফলে, সূক্ষ্মের বিলয়, প্রত্যক্ষের প্রোজ্জ্বল প্রকাশ ;

তত্ত্বের সঙ্কোচ, লৌকিকের প্রাধান্য। তত্ত্বের বিমল আকাশ লৌকিকের নীরদমালায় আছন্ন। ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া সাহিত্যের পূজা।

বর্ত্তমান আলোচনায় ভাগবত আমার অবলম্বন। আমি ভাগবত অবলম্বন করিয়া গোপীলীলার চিত্র অঙ্কন করিব।

ভাগবতের গোপীলীলা তিন অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম, সূচনা বা প্রাকৃতিক ভিত্তি; দ্বিতীয়, বসনচৌর্য্য; তৃতীয় রাসবিহার।

সূচনা। প্রাকৃতিক ভিত্তি। বর্ষা সমাগত। হিন্দুর ধারণা, বর্ষায় ভগবতী নারীধর্ম্মে অবস্থিতা। এই ধারণামূলে আষাঢ়ে কামাখ্যাধামে মহামেলা। কথাটী বিজ্ঞানের হিসাবে ঠিক। ভগবতী, রাধা, শক্তি; প্রকৃতি; বসুন্ধরা। বর্ষাগমে প্রকৃতি রজস্বতী; ক্ষুব্ধ হইতে ক্ষুব্ধতরা। ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত, যেন সংক্ষোভমদে প্রমত্ত। সংক্ষোভের আবেগে ধরণী সঙ্ক্ষুব্ধিত। উদ্বেল যৌবন; বিশাল হাব ভাব; পরম সৌন্দর্য্য বৈভব।

ধরনীর হাবভাব। নভস্তল সংক্ষুব্ধ। বিদ্যুদ্-গর্জ্জনপূরিত নিবিড়নীরদকুলে সমাছন্ন। প্রচণ্ড বায়ুবেগ, প্রবল সলিল সম্পাত। পর্ব্বত শিরে বর্ষার প্রচণ্ডাঘাত; গিরিবর অক্লিষ্ট। নদীকুল সলিলোপচয়ে উৎপথচারী। সিন্ধু সমীরতাড়নে সঙ্ক্ষুভিত; সরিৎ সঙ্গমে সংক্ষুব্ধ।

প্রাবৃট্‌শ্রিয়ঞ্চ তাং বীক্ষ্য সর্ব্বভূতমুদাবহাম্।
ভগবান্ পূজয়াঞ্চক্রে আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাম্॥

ভগবান্ এই সকল নিরীক্ষণ করিয়া, আত্মশক্তি সঞ্চারে বর্ষার শক্ত্যুপচয় করিলেন। *

---

* ভাগবতে নৈসর্গিক বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে, উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে অনেক নৈতিক উপদেশের অবতারণা আছে। চিত্র ধারণা বিষয়ে ব্যাঘাত হইবে, মনে করিয়া আমি উহার পরিহার করিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটীর উল্লেখ করিলাম।

সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধুশ্চুক্ষুভে শ্বসনোর্ম্মিমান্।
অপক্কযোগিনশ্চিত্তং কামাক্তং গুণযুগ্ যথা॥

সিন্ধু সমীরতাড়নে সঙ্ক্ষুভিত; সরিৎসঙ্গমে সংক্ষুব্ধ; যেন অপক্কযোগী ভোগাবেগে চলচিত্ত।

ধরণীর সৌন্দর্য্যবৈভব। জলচর, স্থলচর, সকলেই নব জলে অভিষিক্ত। ভূমিতল, কোথাও শম্পদলে নীলীভূত; কোথাও ইন্দ্রগোপকীটে সুলোহিত; কোথাও ছত্রাকচ্ছাদে কৃতচ্ছায়। ক্ষেত্র রাজি শস্যপূর্ণ; কৃষকের অসীম আনন্দ। নিদাঘ শীর্ণ তরুরাজি, রসপানে স্নিগ্ধকায়। বনেও উপবনে, খর্জ্জুর ও জম্বূফল; আরও কত ফল, পক্কতা প্রাপ্ত। চতুর্দ্দিকে আনন্দের তরঙ্গ। পাদপ নিকর মধুবর্ষী। গিরিপৃষ্ঠে নির্ঝরকুল নিঃসৃত; তাহাদের ধারারবে গিরিগুহা মুখরিত।

বর্ষার কলুষাপগমে, শরৎ সমাগত। ধরণীর রজো বিলাস সংযত; হাবভাবের চাঞ্চল্য লোপ। প্রকৃতি কৃতস্নানা; স্নিগ্ধোজ্জ্বল রূপ গরিমায় শোভমানা।

আকাশ মেঘ রহিত; সমীর প্রশান্ত। সরোবরে বিকচ কমলরাজি। পৃথিবীর পঙ্ক, সলিলের মল, অপগত। সত্ত্বগণ, সঙ্কুলাবাস হইতে বহির্গত। গিরিগাত্রে নির্ঝর নির্গম। সাগর প্রশান্ত; তরঙ্গ

ঘোষ নিবৃত্ত। দিবসে স্থবর্ণোজ্জল প্রখর সৌরকর; নিশায় হিমাংশুর কৌমুদীরাশি। আকাশের অখণ্ড মণ্ডলে অগণন তারকাকুল; মধ্যদেশে শশাঙ্ক। কুসুমিত কানন। সমশীতোষ্ণ সমীর, মৃদুমন্দ প্রবাহিত। জনগণ মহোল্লাসে উল্লসিত।

শরতে রাধারূপিনী প্রকৃতি, কলুষাপগমে, কৃতস্নানা। উজ্জলরূপগৌরবে শোভমানা। ইহা রাসলীলার প্রাকৃতিক ভিত্তি।

বসনচৌর্য্য। ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহার আলোচনা আরম্ভ করিব।

কুসুমিত বনরাজি শুষ্মি ভৃঙ্গ-
দ্বিজকুল ঘুষ্টসরঃ সরিন্মহীধ্রুম্।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ
সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্॥

কুসুমিত বন; মধুমত্ত ভৃঙ্গকুলের গুঞ্জন; বিহঙ্গের কাকলি। কাননের শৈল সরিৎ সরোবর, মুখরিত। কৃষ্ণ মধুররবমুখরবনপ্রবিষ্ট হইয়া বেণু বাদন করিলেন।

কবিত্বের উচ্ছ্বাস, আমার বক্তৃতার উদ্দেশ্য নয়। আপনারা নিজ কল্পনাশক্তি জাগাইয়া, ভ্রমরগুঞ্জন, বিহগকূজনসহ, মধুর বেণুরব মিলাইয়া, ধরণীকে ঐ চিত্তবিমোহন বংশীনাদে পরিপূরিত কল্পনা করিয়া লইবেন। আমি ইহার তত্ত্বের দিক্ প্রদর্শন করিব।

ভাল, কৃষ্ণের করধৃত ঐ বংশখণ্ডটা কি? যাহার নাদে গোপীকুল আকুল হইত; যমুনা উজান বহিত? উহা কি ঐন্দ্রজালিকের মোহনদণ্ড? তাহা নয়। লৌকিক প্রকাশে উহা একটা বাদন-যন্ত্র। তত্ত্বের ক্ষেত্রে, চিরপ্রলম্বী প্রণবনাদ; ব্রহ্মের হৃদ্‌পদ্ম সম্ভূত নাদধ্বনি।

সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে॥

ইহা যোগিজনের প্রত্যক্ষীভূত। ইহা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, জীবত্বের অবসান; জগতের বিলোপ। আত্মতত্ত্বের ব্রহ্মতত্ত্বের স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভা-বিস্তার।

তদ্ ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্।
কশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্॥
তদ্ বর্ণায়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণবেষ্টিতম্।
নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ॥

বেণুনাদ কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। রাধারূপিনী গোপীবৃন্দের স্মরোদয় ঘটিল। জগতলোপ হইল; চিদ্রূপ জাগিল। কৃষ্ণলাভে ব্যাকুলা, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য চিন্তনে নিরতা; চিন্তায় অভিভূতা; পর্য্যন্তলাভ হইল না। ঠিক্, "ততো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" পরিশেষে অবিদ্যা সম্যক্ ছাড়িল। অবিদ্যার আবরণ, বিদ্যাময় কৃষ্ণকরে রাখিয়া, জগতের স্ত্রীত্ব পুংস্ত্ব ভুলিয়া, মূর্ত্তিমতী চিদ্রূপে দণ্ডায়মান হইল।

ইহা বসন চৌর্য্যের তাত্ত্বিক ভিত্তি। যাহারা ইহার লৌকিক প্রকাশ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ভাগবতের এই অধ্যায় পাঠ করিবেন। আমি এস্থলে উহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিব।

গোপীগণ কৃষ্ণের মোহনরূপে বিমুগ্ধা। তাহাকে

পতিত্বে লাভ করিবার জন্য মাসব্যাপী কাত্যায়ণী ব্রতানুষ্ঠান করিল। তাহারা প্রত্যহ প্রত্যুষে কালিন্দীতীরে যাইত; তটে বস্ত্রসংস্থাপন করিয়া নগ্নদেহে জলে অবতীর্ণ হইত; কামমোহে কৃষ্ণ-গুণগান করিতে করিতে জলক্রীড়া করিত। পরে নদীতটে কাত্যায়ণীর পূজাবিধান হইত। কৃষ্ণ তাহাদিগকে ব্রতফলদানজন্য তাহাদের বসন অপহরণ করিলেন; বসনসহ কদম্ববৃক্ষারূঢ় হইলেন। অতঃপর, বিদ্যা ও অবিদ্যার, জ্ঞান ও অজ্ঞানের, বিচিত্র লীলা। গোপীগণ কখনও তীরোত্থানে উদ্যতা; অমনি জীব জগতের লজ্জা-বশে নিবারিতা। পরিশেষে তীরে উত্তীর্ণা। মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধা হইয়া কৃষ্ণ সকাশে দণ্ডায়মানা। অনন্তর কৃষ্ণ সমীপে আশ্বাস ও বস্ত্র লাভ করিয়া গৃহে প্রস্থিতা।

রাসবিহার। রাসবিহার বর্ণন করিবার পূর্ব্বে প্রাসঙ্গিকরূপে একটী কথার আলোচনা করিব।

ভাগবতে রাধার নাম নাই। রাধাতত্ত্ব এই

বক্তৃতার বিষয়; ভাগবত অবলম্বনে রাধা-কৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণন। ভাগবতে রাধার নাম নাই; এ কেমন কথা?

রাধানাম, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের নির্দ্দেশ। ভাগবতে রাধার নামোল্লেখ নাই। বিষয়টা বহুদিন হইতে বৈষ্ণব সমাজকে আলোড়ন করিতেছে। নারদীয়পঞ্চরাত্রে রাধার সহস্রনামাধ্যায়ে একটী শ্লোক আছে—

কৃষ্ণাঙ্গবাসিনী হৃদ্যা হরিকান্তা হরিপ্রিয়া।
প্রধান গোপিকা গোপকন্যা ত্রৈলোক্য সুন্দরী ॥

রাধার এক নাম প্রধানগোপিকা। ইহা অবলম্বনে বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন, ভাগবতে রাধার নাম না থাকিলেও প্রধানগোপীকা নামে রাধার উল্লেখ রহিয়াছে। রাসোৎসবে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, গোপীগণ বনে বনে কৃষ্ণান্বেষণ করেন; তাহারা বন মধ্যে যে একটী গোপিকার সাক্ষাৎ লাভ করেন, তিনি প্রধানগোপিকা, রাধা। বস্তুতঃ ভাগবতে "গোপ্যঃ" এই বহুবচনান্ত পদের

উল্লেখ। গোপীগণ মধ্যে একজনকে নির্দ্দেশ করিতে হইলে "কাচিৎ গোপী"। গোপী সমাজের মধ্যে কেহ বিশিষ্ঠা বা প্রধানা আছেন; তিনি প্রধানগোপিকা, রাধা; এই ভাব ভাগবতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রধান গোপিকার উল্লেখ ভাগবতে নাই।

বন মধ্যে যে গোপিকার সাক্ষাৎ লাভ হয়, তিনি বাস্তবজগতের জীব; কি কুহকের সৃষ্টি; তদ্বিষয়ে সংশয় আছে। কৃষ্ণ রাসমণ্ডল হইতে বহির্গত হইবার সময়, এই গোপিকাসঙ্গে বাহির হইয়াছিলেন; বা পুনঃ প্রবেশকালে ইহাকে সঙ্গে লইয়া পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন; এমন কোনও কথা ভাগবতে নাই। ইনি বনমধ্যে যে শোচনীয় দশায় নিপতিত; তাহা ইহার প্রধানাপদের অযোগ্য। গোপীগণের অহঙ্কার লোপ, কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের উদ্দেশ্য। তিনি বনমধ্যে এক গোপিকা সমভিব্যাহারে পরিভ্রমণ করিয়াছেন; এক সময়ে ঐ গোপীকে নিজ স্কন্ধে আরোপণ করিয়াছেন;

পদাঙ্ক প্রদর্শনে এবং গোপীর উক্তিমূলে এই কুহক সৃষ্টি, ঐ উদ্দেশ্যসম্ভূত হইতে পারে।

তথাপি রাধা ভাগবতে বিদ্যমানা। বিশ্লেষে বিদ্যমানা ; ব্যষ্টিরূপে বিরাজিতা। বিশ্লেষে, ব্যষ্টিরূপে, রাধা গোপীবৃন্দ ; আশ্লেষে, সমষ্টিরূপে, গোপীবৃন্দ রাধা। ভাগবতে রাধা ব্যষ্টিরূপে বিরাজিতা ; গোপীবৃন্দ স্বরূপে বিদ্যমানা। গোপীবৃন্দের সমষ্টি, আশ্লেষ, রাধা।

ভাল, রাধা সমষ্টিরূপিণী রাধা না হইয়া, কেন ব্যষ্টিরূপিণী গোপীবৃন্দ ? উত্তর, প্রত্যক্ষ প্রকাশ। প্রত্যক্ষ প্রকাশে, রাস। জগত খণ্ডতাময় ; ব্যষ্টিরূপ। জগতে অগণ্য খণ্ড-সৎ ; অগণ্য খণ্ড-চিৎ। সচ্চিতের অগণ্য খণ্ড-বিহার। খণ্ডবিহারে জগত। জাগতিক এই তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রকাশে, রাসমণ্ডল। এজন্য, রাধা খণ্ডরূপে গোপীবৃন্দ ; কৃষ্ণ খণ্ডশঃ বিভক্ত। বহু কৃষ্ণ ; বহু গোপী ; বহু রাসবিহার।

সচ্চিদানন্দতত্ত্ব যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি,

বসনচৌর্য্যের তত্ত্বভিত্তি যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাতে রাসলীলার তাত্ত্বিক ভিত্তি ও লৌকিক প্রকাশ বিশ্লেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা, বাহুল্য বোধ হইতেছে। ভাগবতের রাসবর্ণনায় তত্ত্ব পরিস্ফুট। আমি সঙ্ক্ষেপে আপনাদিগকে উহার আভাস প্রদান করিতেছি। যাহারা বিস্তৃত বর্ণনা জানিতে কৌতূহলী, তাহারা রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিবেন।

শরতের নিশি। গগনে ফুল্লচন্দ্র বিরাজিত। পৃথিবী কৌমুদীরাগে রঞ্জিত। বিকচ কুসুম কুল। বনরাজির বিচিত্র শোভা।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

কৃষ্ণ যোগমায়াশ্রয়ে রাসবিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন।

যোগমায়া কি? অগ্রে বিবেচ্য, মায়া কি? মায়া বলিতে, "ভগবতশ্চিচ্ছক্তের্বিলাসঃ।" চিচ্ছক্তির বিলাস, মায়া। চিচ্ছক্তির বিলাস, জগত; জগত, ব্রহ্মসঙ্কল্প। ব্রহ্মসঙ্কল্প, মায়া। জাগতিক

বিধান, ব্রহ্মসঙ্কল্প। জাগতিক বিধান, মায়া। সূর্য্য সকালে পূর্ব্বদিকে উঠিয়া, মধ্যাহ্নে মধ্যগগন অতিক্রম করিয়া, সন্ধ্যায় পশ্চিমে অস্তগামী হন। ইহা জাগতিক বিধান; ইহা মায়া।

যাহা মায়ার অতিরিক্ত, তাহা যোগমায়া। যাহা জাগতিক বিধানের উপরি অবস্থিত, তাহা যোগমায়া। সূর্য্য মধ্যগগনে রুদ্ধগতি হইয়া, তিনদিন অবস্থান করিলেন; ইহা যোগমায়া। খণ্ড খণ্ড ইষ্টকা গ্রন্থনে, বহুশ্রমে বহুদিনে, অট্টালিকা; তাহা না হইয়া, ইচ্ছা হইল, অমনি অট্টালিকা উঠিল; ইহা যোগমায়া।

কৃষ্ণ যোগমায়াশ্রয়ে রাস বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। বুঝিবেন, অলৌকিক শক্তি প্রকটন করিয়া, রাসবিহারে অভিপ্রায় হইল।

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥

কৃষ্ণ বনপ্রবেশ করিয়া, বেণুস্বরে গান করিলেন।

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥

সেই সঙ্গীত অনঙ্গোদ্দীপক। সচ্চিতের সঙ্গতি লালসা জাগাইল। জগত ঘুচিল। গোপীবৃন্দ সাক্ষাৎ চিদ্রূপা। জগত পশ্চাতে ফেলিয়া কৃষ্ণ সকাশে আগত হইল।

ভাগবতে জগত বিলোপের যে চিত্রাঙ্কণ হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর। আপনাদিগকে নমুনা স্বরূপে দুইটী শ্লোক শুনাইব!

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ॥
পরিবেষয়ন্ত্য স্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥

কেহ দুগ্ধ দোহন করিতেছিল; তাহা ফেলিয়া গেল। কেহ চুল্লীতে দুগ্ধ চাপাইয়াছিল; তাহা তদুপরি রাখিয়া গেল। কাহারও পক্ক গোধূমান্ন

চুল্লী হইতে নামাইবার অবসর সহিল না। কেহ অন্ন পরিবেশন করিতেছিল; তাহাই ছাড়িয়া চলিল। কেহ শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছিল; সেই মমতাবন্ধনও অবহেলা করিল। কেহ পতির শুশ্রূষা করিতেছিল; পতিপ্রেম তাহাকে রোধ করিতে পারিল না। কেহ স্বয়ং আহার করিতেছিল তাহার দেহাত্মক বুদ্ধিও ঘুচিয়া গেল।

গোপীগণ কৃষ্ণ সকাশে আগত হইল। এইক্ষণ তাহাদের পরীক্ষা। তাহারা জৈব ভূমিকায় অবস্থিতা, গোপনারী গোপকন্যা; কি, তত্ত্ব ভূমিকারূঢ়া, চিদ্রূপা; সেই পরীক্ষা। কৃষ্ণ বলিলেন।

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্॥
রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা!
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥
মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ়ং বন্ধুসাধ্বসম্॥

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতং।
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্॥
তদ্‌যাত মা চিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত॥
অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ॥
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চানুপোষণম্॥
দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপিবা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভি রপাতকী॥
অস্বর্গ্যমযশস্যং চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতং চ সর্ব্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥

ব্রজললনাগণ! তোমাদের কুশল ত? ব্রজের মঙ্গল ত? তোমাদের আগমনের কারণ কি? তোমাদের কি প্রিয় সাধন করিব, বল। রজনী ঘোররূপা, বনশ্বাপদ সঙ্কুলা; অবলাজনের এখানে অবস্থিতি উচিত নয়। তোমরা ব্রজে ফিরিয়া

যাও। তোমাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র, সকলেই তোমাদের অন্বেষণ করিতেছেন; স্বজনের শঙ্কোৎপাদন করিও না। এখানে কুসুম শোভিত, চন্দ্রকিরণরঞ্জিত, অনিলবিকম্পিত পল্লব-সমন্বিত উপবন দর্শন করিলে; এইক্ষণ গৃহে প্রতিগমন কর। বনে আর বিলম্ব করিও না। গৃহে যাইয়া নিজ নিজ পতির সেবা কর। বৎসও বালকগণ দুগ্ধ না পাইয়া রোদন করিতেছে; তাহা দিগকে দুগ্ধ পান করাও। যাবতীয় জন্তু আমাকে প্রীতি করিয়া থাকে। যদি তোমরা আমার প্রতি প্রীতিবশে আগমন করিয়া থাক, তবে বলিতেছি, স্ত্রীগণের পক্ষে সর্ব্বান্তঃকরণে পতি ও পতিবন্ধুজনের সেবা এবং সন্তান প্রতিপালন প্রধান ধর্ম্ম। স্বামী দুঃশীল হউন, দুর্ভাগ্য হউন, বৃদ্ধ হউন, জড় হউন, রোগী হউন, নির্দ্ধন হউন, তিনি অপতিত হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করা রমণীর কর্ত্তব্য নহে। জারসৌখ্য ভয়াবহ; স্বর্গচ্যুতি ও লোকনিন্দার কারণ। তোমরা এই রূপ বুদ্ধি করিও না।

আমার গুণ শ্রবণ ও কীর্ত্তন, আমাকে দর্শন ও ধ্যান, করিলে আমার প্রতি যে রূপ প্রীতি জন্মে, আমার সহিত একত্রবাসে তেমন উদ্ভব হয় না। অতএব গৃহে ফিরিয়া যাও।

ভীষণ পরীক্ষা। গোপীগণ দুর্ব্বার চিন্তায় নিমগ্ন হইল। কিয়ৎক্ষণ তূষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া কহিল—

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তবপাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥
যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥ * * *
চিত্তং সুখেন ভবতাঽপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্ব্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তবপাদমূলাদ্
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা॥ * * *

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন
সম্মোহিতার্যা চরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদং চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা তোমার উচিত হয় না। আমরা বিষয়ের জগত পরিত্যাগ করিয়া তোমার সন্নিকটে আসিয়াছি। যেরূপ আদিপুরুষ মুমুক্ষুগণকে গ্রহণ করেন, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে গ্রহণ কর। পতিপুত্র ও বন্ধুগণের সেবা স্ত্রীদিগের ধর্ম্ম; ইহা সত্য। তুমিই ত জীবগণের আত্মা, প্রিয়তম বন্ধু; তোমার সেবা করিলে, পতিপুত্রাদির সেবা করা হয়। * * * * আমাদের চিত্ত ও করদ্বয়, এতকাল স্বচ্ছন্দে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত; তুমি গৃহাসক্তি হরণ করিয়াছ। তোমার নিকট হইতে পাদযুগল একপদও চলে না: ব্রজে কি করিয়া যাইব? কি ই বা করিব? * * * ত্রিলোকে এমন কোন কামিনী আছে যে, তোমার অমৃতময় বেণুগীতে

বিমুগ্ধ হইয়া ব্যবহারিক পথ হইতে বিচলিত না হয় তোমার রূপ নিরীক্ষণে বৃক্ষাদি স্থাবর এবং গো, পক্ষী, মৃগাদি জঙ্গম নিজধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মানবের ন্যায় পুলক ধারণ করিয়া থাকে।

গোপীগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইল। সচ্চিতের সঙ্গতি ঘটিল। আনন্দের প্লাবন ছুটিল। তাহার লৌকিক প্রকাশে রাস বিহার আরম্ভ হইল!

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ॥

যোগেশ্বরের ঈশ্বর আত্মারাম কৃষ্ণ, গোপীদিগের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া দয়াবশে হাস্য বদনে তাহাদিগকে ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন।

গোপীগণের অন্তরে, এক নিভৃত কোণে, জীবত্ব লুক্কায়িত ছিল। সৌভাগ্যমদে তাহা জাগিয়া উঠিল। তাহাদের অভিমানের উদয় হইল। তাহারা আপনাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা নারী বোধ করিতে লাগিল। যেমন, অভিমানের উদয়; তেমন কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান।

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোহভ্যধিকং ভুবি ॥
তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥

কৃষ্ণকে হঠাৎ অন্তর্হিত দেখিয়া, গোপীগণ বিলাপ করিতে লাগিল। তাহারা কৃষ্ণের তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিল; এইক্ষণ গতি, স্মিত, বিলোকন, আলাপাদিতে কৃষ্ণের অনুকরণ আরম্ভ করিল। ক্রমে "অসাবহং, অসাবহং; আমি কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণ;" এই জ্ঞানের উদয় হইল। তাহারা কৃষ্ণ-কৃত কার্য্যের অনুকরণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণের অন্বেষণে উন্মত্তার ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল।

গোপী হৃদয়ের অভিমান সম্যক্ বিধৌত হইল। এইক্ষণ তাহারা মূর্ত্তিমতী চিৎ। তাহারা কৃষ্ণ সঙ্গতি লাভ জন্য সঙ্গীতস্বরে ক্রন্দন করিতেছে, এমন সময় কৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন।

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ॥
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥

রাসোৎসব আরম্ভ হইল। কৃষ্ণ বহুধা বিভক্ত হইয়া গোপীমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। প্রতি দুইজন গোপীকা মধ্যে এক কৃষ্ণ রহিলেন। বিহার চলিতে লাগিল।

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥

বালক যেমন আপন প্রতিবিম্ব লইয়া ক্রীড়া করে, তেমন কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। আনন্দের উৎস ছুটিল। পৃথিবী ছাইয়া স্বর্গে উপনীত হইল। নভোমণ্ডলে দুন্দুভিনাদ ও পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল।

রাসপঞ্চাধ্যায়ের উপসংহারে রাসলীলার

কৈফিয়ত স্বরূপে কতিপয় শ্লোক দৃষ্ট হয়। উহা নিম্নস্তরের তত্ত্ব জিজ্ঞাসুদিগের জন্য অভিপ্রেত। আপনারা কেহ ঐ কৈফিয়তের লঘুতা দেখিয়া রাসলীলার প্রতি লঘুতার আরোপ করিবেন না। রাসলীলার প্রকৃষ্ট কৈফিয়ত কৃষ্ণ নিজমুখে প্রদান করিয়াছেন।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

গোপীগণ! তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ভেদ করিয়া আমার সহিত মিলিত হইয়াছ। ইহা অনিন্দ্য। জগতে ইহার সমতুল কিছু হইতে পারে না। অদ্য হইতে জগতের অন্ত পর্য্যন্ত ইহার সমতুল কিছু দৃষ্ট হইবে না।

সাধারণ মানব রাসলীলার অনুকরণ করিয়া সমাজের লৌকিক বন্ধন শিথিল করিয়া তুলিতে পারে; এই আশঙ্কায় ভাগবতে একটী শ্লোক নিবদ্ধ হইয়াছে।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥

প্রাকৃত মানব কল্পনায় ও এইরূপ আচরণ করিবে না। মূঢ়তা বশতঃ এইরূপ করিলে, শিবেতর ব্যক্তি যেমন সমুদ্রোত্থিত কালকূট পানে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে।

রাস, আনন্দ। কৃষ্ণ, সৎ; রাধা চিৎ। কৃষ্ণ-রাধা-রাস, সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্ম; সচ্চিদানন্দ, জগত। কৃষ্ণ-রাধা-রাস, ব্রহ্ম; কৃষ্ণ-রাধা-রাস, জগত। ব্রহ্ম সত্য; জগত মিথ্যা। কৃষ্ণ-রাধা-রাস সত্য; জগত উহার প্রতিচ্ছায়া।

চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন;
চর্ম্ম চক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম।
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ;
গোপ গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস।

চৈতন্য চরিতামৃত।

সম্পূর্ণ।